

যোগাযোগ

বঙ্গনূর- ৮৬৪১৮৫৬৩৩২
অল ইন্ডিয়া সূনাত-অল জামায়াত-
৮৬৪১৮৫৬৩৩১
মাগরিবী বাঙ্গাল আঞ্জুমান
অয়েজিন ও মাদ্রাসা বোর্ড-
৮৬৪১৮৫৬৩৩০

পাকি

বঙ্গনূর

www.banganur.webs.com

পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত
থেকে অনলাইন বঙ্গনূর
দেখার জন্য
লগ অন কন-
banganur.webs.com

ত্রয়োদশ বর্ষ * ১ম সংখ্যা * বৈশাখ ০১ - ১৫, ১৪২১, * এপ্রিল ১৫ - ২৯, ২০১৪ * জমাদিউস সানি ১৪ - ২৮, ১৪৩৫ * অনুদান- ৩ টাকা

সেনাবাহিনীর সঙ্গে আলোচনার পরই তালেবান বন্দিদের মুক্তি দেয়া হয়েছে

বঙ্গনূর ডেস্ক- পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চৌধুরী নিসার আলী খান বলেছেন, তালেবান বন্দিদের মুক্তি দেয়ার বিষয়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আলোচনা

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) সশস্ত্র হামলা বা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত সদস্যদের মুক্তি দাবি করেনি। তাদের পক্ষে থেকে এমন দাবি তোলা হলেও তা মানা



করেছে সরকার। তালেবান বন্দিদের মুক্তি দেয়ার বিষয়ে পাক সরকার ও সেনাবাহিনীর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে বলে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা নাকচ করে দিয়েছেন তিনি। নিসার আলী খান বলেন, সেনাবাহিনীর সঙ্গে আলোচনার পরই সশস্ত্র হামলা বা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত নয় এমন তালেবান বন্দিদের মুক্তি দেয়া হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত নয় তালেবানের হাতে আটক এমন বন্দিদের অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে সরকার। একই সঙ্গে তিনি জানান, পাকিস্তানের নিষিদ্ধ ঘোষিত গোষ্ঠী

হবে না। তালেবানের সঙ্গে পাক সরকারের চলমান আলোচনা তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। সশস্ত্র হামলা বা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত তালেবান সদস্যদের শেষের দিকে মুক্তি দেয়া হতে পারে উল্লেখ করে নিসার আলী খান বলেন, তালেবানের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে নেয়া বেশ কষ্টকর। অবশ্য তালেবানের সঙ্গে চলমান আলোচনায় কোনো অচলাবস্থা দেখা দেয়নি উল্লেখ করে তিনি জানান, সরকার ও টিটিপি সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরবর্তী বৈঠক ২০ এপ্রিলের পর যেকোনো সময় অনুষ্ঠিত হবে।

যার হাতে রক্তের দাগ লেগে আছে তিনি হতে চাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীঃ মমতা

বঙ্গনূর রিপোর্টার- রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সৃষ্টিক্রমে মমতা বানার্জী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, “বিজেপির এমন এক নেতা প্রধানমন্ত্রী হতে চান, যার হাতে লেগে আছে দাঙ্গার বলি নিরীহ মানুষের রক্ত।”

বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী মোদী এবং তার গুজরাট মডেলের নিয়মিত সমালোচনা করে এসেছেন মমতা। সম্প্রতি মোদীও শিলিগুড়িতে নির্বাচনি জনসভায় তৃণমূল সরকারের বিপক্ষে বক্তব্য দেন। তার জবাবে তৃণমূল নেত্রী বলেন, “দাঙ্গার মুখ” কে তিনি প্রধানমন্ত্রী দেখতে চান না।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সংবাদ সংস্থা পিটিআই মমতার একটি সাংবাদিক

নেয়। তার কাছে প্রমাণ ছিল, মোদীকে বাদ দিয়ে বিজেপি অন্য কাউকে প্রধানমন্ত্রী করে সরকার গড়লে এতে সমর্থন দেবেন কি না? জবাবে মমতা বলেন, “এই প্রমাণ অনেক যদি-কিন্তু আছে! যদি-কিন্তু দিয়ে রাজনীতি হয় না! আমার ফেডারেল ফ্রন্ট নিয়েই আশাবাদী।”

এর পরেই অবশ্য তৃণমূল নেত্রী ব্যাখ্যা দিয়েছেন, “ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করা বিজেপির আদর্শ। তাদের কাছ থেকে আমাদের হিন্দু শিখতে হবে না! তারা সাম্প্রদায়িক দল। আমাদের লড়াই কংগ্রেস, বিজেপি এবং সিপিএমের বিপক্ষে। প্রতিদিনই সেই লড়াই করছি। এদের কাউকেই সমর্থনের প্রমাণ নেই।”

এর পর পাঁচের পাতায়-

আল-আকসা মসজিদে মুসল্লিদের ওপর আবারও ইসরাইলি হামলা

বঙ্গনূর ডেস্ক- আল-আকসা মসজিদে মুসল্লিদের ওপর আবারও হামলা চালিয়েছে ইসরাইলি পুলিশ। গত ১৩ এপ্রিল আল-আকসা মসজিদের একটি গেইট দিয়ে মুসল্লিদের প্রবেশ বাধা দিলে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় প্রতিবাদী মুসল্লিদের ছত্রভঙ্গ করতে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে ইসরাইলি বাহিনী।

ইহুদিবাদী পুলিশের মুখপাত্র মিকি রোজেনফেল্ড দাবি করেছেন, বিবেচনাকারীরা ইসরাইলি সেনাদের লক্ষ্য করে পাথর ও ককটেল নিক্ষেপ করেছে। তবে এখন পর্যন্ত হতাহতের কোন খবর পাওয়া যায়নি।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইসরাইলি বাহিনী ও উগ্র ইহুদিরা ফিলিস্তিনি মুসল্লিদের ওপর হামলা বাড়িয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ আল-আকসা মসজিদের পাশে ইহুদি উপাসনালয়ের মডেল উদ্বোধন করার পর এ সংঘর্ষ হলো। বলা হচ্ছে, এটি হচ্ছে তথাকথিত তৃতীয়



ইহুদি উপাসনালয়ের মডেল। এতে রয়েছে একটি বড় হল (মন্দির) যেখানে শত শত দর্শনার্থী একসঙ্গে টুকতে পারে। ‘আল-আকসা ওয়াকফ ও ঐতিহ্য ফাউন্ডেশন’ বলেছে, এই স্থাপনা আল-আকসা মসজিদের জন্য সরাসরি হুমকি। ফিলিস্তিনিরা বলেন, আল-আকসা

মসজিদের স্থলে ইহুদি উপাসনালয় নির্মাণের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এটি নির্মাণ করা হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান হচ্ছে আল-আকসা মসজিদ। ফিলিস্তিনিরা বলেছেন, ইতিহাস বিকৃত করে ইহুদিবাদীরা আল-আকসা মসজিদ ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

নিখোঁজ বিমানের সন্ধেত দ্রুত মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে

বঙ্গনূর নিউজ- মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের নিখোঁজ যাত্রীবাহী বিমানের সন্ধ্যায় সন্ধেত দ্রুত মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী টনি অ্যাবোট। তিনি বলেছেন, গভীর সাগর থেকে পাওয়া এই সন্ধেত রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ফ্লাইট এমএইচ ৩৭০ থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে। কাজেই নিখোঁজ এ বিমানটির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বের করতে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হবে।

অথচ এর আগে তিনি বলেছিলেন, অনুসন্ধানী দল সাগর তল থেকে ভেসে আসা যে সন্ধেত পেয়েছে তা নিখোঁজ বিমানের ব্ল্যাকবক্স থেকেই আসছে বলে তিনি দৃঢ়ভাবে মনে করছেন। এ বিমান উদ্ধারের বিষয়ে তিনি যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন আজকের মন্তব্যের মাধ্যমে তা থেকে তিনি দূরে সরে গেছেন বলে সাংবাদিকরা মনে করছেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনুসন্ধানী দলগুলো ব্ল্যাকবক্স থেকে ভেসে যাবতবশি সম্ভব সন্ধেত ধারণ করার চেষ্টা করছে। আর তাহলে অনুসন্ধানের স্থানের পরিধি ছোট করে আনা যাবে বলে জানান তিনি। কিন্তু গত ৮ এপ্রিল পর্যন্ত অনুসন্ধানী এলাকা থেকে আর কোনো নতুন সন্ধেত পাওয়া যায়নি। আর এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, এ বিমান খুঁজে বার করার জন্য সামনে কি পরিমাণ সমস্যা রয়েছে তা কেউ বুঝতে পারছেন না। টনি অ্যাবোট বলেন, উপকূল থেকে প্রায় ১,০০০ কিলোমিটার দূরে মহাসাগরের ৪,৫০০ মিটার তলদেশ থেকে কোনো কিছু খুঁজে বের করা ভীষণ কষ্টকর। সংবাদদাতারা মনে করছেন, ব্ল্যাক বক্সের সন্ধেতের মতো নিখোঁজ বিমানটি খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাও হয়ত দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে।



অল ইন্ডিয়া সূনাত অল জামায়াত

অ-রাজনৈতিক সমাজকল্যাণ ইসলামী সংগঠন
হেড অফিস- মুহাম্মাদপুর, রাজারহাট, কলকাতা- ১৩৫
রেজিঃ অফিস- বেড়াটাঙ্গা (কাউকেপাড়া, ঢাকা রোড) উত্তর ২৪ পরগণা

টেলি ফ্যাক্স- ০৩২১৬ ২৪২০২২ মোবাইল-৮৬৪১৮৫৬৩৩১

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের শি(১, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। বিভিন্ন প্রান্তে সরকারী ও বেসরকারী ষড়যন্ত্র মুসলিমদের আরো পিছিয়ে দিয়েছে। চিন্তাশীল এবং ভাবুক শ্রেণীর শি(১) ত মানুষদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় এই সংগঠন পশ্চিমবঙ্গের আড়াই কোটি মুসলিমদের সার্বিক উন্নতির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এই জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণ করতে আপনিতও সদস্য পদ গ্রহণ করুন।

সদস্য হওয়ার নিয়মাবলী

১। সংগঠনের নির্ধারিত ফর্ম-ফিলাপ করতে হবে। (নাম, ঠিকানা, ফোন নং, রক্তের গ্রুপ, কার্ট মার্ক, পাসপোর্ট সাইজ তিন কপি ফটো দিতে হবে ২। ভোটার আই কার্ড/ রেশন কার্ড বা ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ পত্রের জেরক্স কপি জমা দিতে হবে। ৩। গ্র্যাডমিশন ফি বাবদ ৫০ টাকা এবং বাৎসরিক ১০০ টাকা হারে চাঁদা দিতে হবে।

অমীয়বানী

সূরা আল-ফাতিহা

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সাত

গত সংখ্যার পর

এর পর আল্লাহ বিশেষ দান যা মানুষকে হেকমতের তাকিদে কম-বেশী দেয়া হয়েছে, ধন-সম্পদ, মান-সন্মান, আরাম-আয়েশ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। যদিও একথা অত্যন্ত মৌলিক যে, সাধারণ নেয়ামত যা সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সমভাবে উপভোগ্য(যথা— আকাশ, বাতাস, জমিন এবং বিরাট এ প্রকৃতি, এ সমস্ত নেয়ামত বিশেষ নেয়ামতের গুণা, ধন-সম্পদ) তুলনায় অধিক শুভ/ত্বপূর্ণ ও উত্তম। অথচ এসব নেয়ামত সকল মানুষের মধ্যে সমভাবে পরিব্যাপ্ত বলে, এত বড় নেয়ামতের প্রতি মানুষ দৃষ্টিপাত করে না। ভাবে, কি নিয়ামত। বরং আশপাশের সামান্য বস্তু যথা- আহাৰ্য, পানীয়, বসবাসের নির্ধারিত স্থান, বাড়ী-ঘর প্রভৃতির প্রতিই তাদের দৃষ্টি সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ থাকে।

মোটকথা, সৃষ্টিকর্তা মানবজাতির জীবন-ধারন এবং দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকার সুবিধার্থে যে অফুরন্ত নেয়ামত দান করেছেন, তার অতি অল্পই এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সেই পরিত্রাণেই তে মানুষের পরে দুনিয়ার জীবনে চোখ মেলেই মুখ থেকে

স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই মহান দাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকা ছিল স্বাভাবিক। বলাবাহুল্য যে, মানবজীবনের সে চাহিদার প্রাে তে কোরআনের সর্ব প্রথম সূরার সর্বপ্রথম বাক্য ‘আলহামদু’ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেই মহান সন্তার তারীফ ও প্রশংসাকে এবাদতের শীর্ষস্থানে রাখা হয়েছে।

রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা’আলা তাঁর কোন নেয়ামত কোন বান্দাকে দান করার পর যখন সে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলে, তখন বুঝতে হবে, যা সে পেয়েছে, এ শব্দ তা অপেক্ষে(অনেক) উত্তম।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি বিধি-চর্যাচরের সকল নেয়ামত লাভ করে এবং সেজন্য সে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলে, তবে বুঝতে হবে যে, সারা বিশ্বের নেয়ামতসমূহ অপেক্ষে তার ‘আলহামদু’ বলা অতি উত্তম।—(কুরতুবী)

কোন কোন আলেমের মন্তব্য উদ্ধৃত করে কুরতুবী লিখেছেন যে, মুখে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলা একটি নেয়ামত এবং এ নেয়ামত সারা বিশ্বের সকল নেয়ামত অপেক্ষে(উত্তম)। সহীহ হাদীসে আছে যে, ‘আলহামদুলিল্লাহ’ পরকালের তৌলদণ্ডের অর্ধেক পরিপূর্ণ করবে। হযরত শফীখ ইবনে ইব্রাহীম

‘আলহামদু’-এর ফজিলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যখন আল্লাহ তা’আলা তোমাংগিকে কোন নেয়ামত দান করেন, তখন প্রথমে দাতাকে জানো এবং পরে তিনি যা দান করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাক। আর তাঁর দেয়া শক্তি ও (মতো) তোমাংগের দেহে যত(ণ) থাকে, তত(ণ) পর্যন্ত তাঁর অবধ্যতার নিকটেও যেও না।

দ্বিতীয় শব্দ ‘আল্লাহ’-এর সাথে ‘লাম’ বর্ণটি যুক্ত। যাকে আরবী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী খাস ‘লাম’ বলা হয়। যা কোন আশে বা গুণের বিশেষত্ব বুঝায়। এখানে অর্থ হচ্ছে যে, শুধু তারীফ- প্রশংসাই মানবের কর্তব্য। বরং এ তারীফ-প্রশংসা তাঁর অস্তিত্বের সাথে সংযুক্ত। বাস্তব পরে তিনি ব্যতীত এ জগতে অন্য কেউ তারীফ-প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নয়। এর বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। এতদসঙ্গে এও তাঁর নেয়ামত যে, মানুষকে চরিত্র গঠন শি(দানের জন্য এ আদেশ দেয়া হয়েছে যে, আমার নেয়ামতসমূহ যে সকল মাধ্যমে, অভিব্র(ম করে আসে, সেগুলোরও শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আর যে ব্যক্তি এহসানকারীর শুকরিয়া আদায় করে না সে বাস্তবপক্ষে আল্লাহ তা’আলারও শুকরিয়া করে না।

‘ইইয়া কানায়বুদু আইইয়া কানাসতাইন’-এর অর্থ মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন,

আমরা তোমারই এবাদত করি, তুমি ব্যতীত অন্য কারো এবাদত করি না। আর তোমারই সাহায্য চাই, তুমি ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য চাই না।—(ইবনে জরীর, ইবনে আবি হাতেম)

সলফে-সালেহীনদের কেউ কেউ বলেছেন যে, সূরা আল-ফাতেহা কোরআনের সারমর্ম এবং ‘ইইয়া কানায়বুদু আইইয়া কানাসতাইন’ সূরা আল-ফাতেহার সারমর্ম। কেননা, এর প্রথম বাক্যে রয়েছে শিরক থেকে মুক্তির যোগ্য এবং দ্বিতীয় বাক্যে তার পরিপূর্ণ শক্তি ও কুদরতের স্বীকৃতি। মানুষ দুর্বল, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন কিছুই সে করতে পারে না। তাই সকল ব্যংগ তাঁর আল্লাহর উপর একান্তভাবে নির্ভর করার ব্যতীত তার গতান্তর নেই। এ উপদেশ কোরআনের বিভিন্ন স্থানে দেয়া হয়েছে।

(এক) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো এবাদত জায়েয নয়ঃ ইতিপূর্বে এবাদতের পরিচয় দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কোন সন্তার অসীমতা, মহত্ত্ব ব্যংগ তাঁর প্রতি ভালবাসার ভিত্তিতে, তাঁর সামনে অশেষ কাকুতি-মিনতি পেশ করার নামই এবাদত। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাথে অনুরূপ আচরণ করাই শিরক। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, মূর্তিপূজার মত প্রতীকপূজা বা পাথরের মূর্তিকে খোদায়ী শক্তির আধার মনে করা বা কারো প্রতি সন্ত্রম বা

ভালবাসা এ পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া, যা আল্লাহর জন্য করা হয়, তাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করা একমাত্র আল্লাহরই কাজ। যে ব্যক্তি এ কাজে অন্যকে অশীদার করে, হালাল ও হারাম জানা থাকা স্বত্তেও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কথাকে অবশ্য করণীয় মনে করে, তবে প্রকারান্তরে সে তার এবাদতই করে এবং শিরকে পতিত হয়। সাধারণ মুসলমান যারা কোরআন-হাদীস সরাসরি বুঝতে পারে না, শরীয়তের হুকুম-আহকাম নির্ধারণের যোগ্যতাও রাখে না(এ জন্য কোন ইমাম, মুজতাহিদ, আলেম বা মুফতীর কথার উপর বিশ্লেষণ করে কাজ করে) তাদের সাথে এ আয়াতের মর্মের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, প্রকৃত পরে তারা কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক আমল করে। আল্লাহর নিয়ম-বিধানেরই অনুকরণ করে। আলেমগণের নিকট থেকে তারা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহর ব্যাখ্যা গ্রহণ করে মাত্র। কোরআনই তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেঃ

“ফাসআলু আহলাজিক্বী ইনকুনতুম লা তায়লামুন” অর্থাৎ, ‘যদি আল্লাহর আদেশ তোমাদের জন্য না থাকে, তবে আলেমদের নিকট জেনে নাও।’

ঐমশঃ.....

সওয়ালা

৪০৮৭। সওয়ালা- ছজুর আমার প্রাে হল- কাউকে শয়তান বলা যায় না, যদি কেহ কাউকে শয়তান বলে তাহলে কি হবে?

আবুল কালাম, বুনুর আটি। জওয়াব- গাল হিসাবে বললে কবির্য গোনাহ হবে। আর মূলতঃ “মানব শয়তান” ধারণায় বললে সে ব্যক্তি যদি সেই দোষের যোগ্য না হয়, তাহলে সে ব্যক্তি বলবে সেই শব্দ তার উপর উন্টো আসবে।

৪০৮৮। সওয়ালা- মানবীয় মুফতী সাহেব ছজুর, আমাদের মসজিদের প্রান্ত্রন ইমাম যিনি দীর্ঘ দেড় বছর ছিলেন। কোন কারণ বশতঃ তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত তিনি সরকারের অফিস থেকে ইমাম ভাতা তুলে নিচ্ছে। বর্তমানে যে ইমাম আছেন তার প্ হয়ে কিছু টাকা চাইলে আদেও কোন টাকা দেয় না। আগের ইমাম ইমামতী না করে যে টাকা নিচ্ছে এটা শরীয়ত অনুযায়ী জায়েজ হবে কি না? জানালে উপকৃত হবে।

সুলতান হোসেন, উত্তর সুবর্ণপুর। জওয়াব- ঐ সমস্যটি ফতওয়া দিলে সংশোধন হয়ে যাবে না। বরং ভাতা নেওয়ার যে নিয়ম বিধি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ(বিধিবদ্ধ করবেন নোখানে আপিল করে তা সংশোধন করলে ইমামতী না করে নাহক ভাতা খাওয়ার রাস্তা বন্ধ হতে পারে।

৪০৮৯। সওয়ালা- মানবীয়, মুফতী সাহেব আমার একটা প্রাে, একটি টিল নিয়ে কুলুক করলাম পরে ওই টিলটি নিয়ে কুলুক করা যাবে কি?

গোলাম রহমান মন্ডল, যোনা-জগৎপুর। জওয়াব- ঐ টিলটি শুকিয়ে গেলে কিছা টিলটি মোটা হয়ে তার অপর দিক দিয়ে কুলুক করা যাবে।

৪০৯০। সওয়ালা- মশা, মাছি কিংবা এই

জাতীয় কোনো কিটপতঙ্গ মারা শরিয়তে জায়েজ আছে কি? নামাজ অবস্থায় যদি মারা হয় তাহলে নামাজের কোনো (তি) হবে কি? দাঁড়িয়ে পানি কিংবা কোনো প্রকার খাদ্য খাওয়া জায়েজ আছে কি? দয়া করে জানানবেন।

বাকিবিল্লা, কাউকেপাড়া। জওয়াব- তারা যদি কষ্ট দেয় তাহলে মারা যাবে। নামাজ অবস্থায় না মারা উচিত, যদি নিছাক মারতে হয় তাহলে শব্দ না করে কিছা আমলে কাছির না হয় এপ পর্যায়ে মারতে পারে। স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে খাদ্য-পানি খাওয়া মক(হ)।

৪০৯১। সওয়ালা- ছজুর আমি একজন পরহেজগার। আমি মহিলা সমিতি বই করি এবং ফুলে রান্না করতে যাই। অতএব আমি যদি সমিতি বই বন্ধ করে দিয়ে শুধু রান্না কাজ করতে পারবো কি?

আরিফুল গাজী, কোনানগর। জওয়াব- প্রথমেই বলি আপনি মহিলা সমিতি করেন অথচ আপনার নাম দেখে পু(যে বলেই তো মনে হয়। যাইহোক বাড়ির মহিলার কথা যদি বলেন তা হলে বরব পর্দার সঙ্গে যাতায়াত ও রান্না করতে পারেন।

৪০৯২। সওয়ালা- বডি অয়েল তেল মেখে নামাজ হবে কি, জানালে খুশি হবে।

এমাদুল ইসলাম, কোনানগর। জওয়াব- উল্লেখ তেলগুলি কোন নাপাক বস্তু দ্বারা তৈরী হলে তা ব্যবহার করা জায়েজ হবে না। তবে সাধারণভাবে যা প্রচলিত আছে তাতে ব্যবহার করা যায়। এ নে বিশেষ কোন নাপাক বস্তু ওতে

মিশ্রিত আছে জানতে পারলে তখন তার বিধান বলা যাবে। অতএব উল্লেখ তেলের কপনবলা কোন ডাব(র দ্বারা জেনে নেওয়া দরকার।

৪০৯৩। সওয়ালা- মানবীয় মুফতী

মুফতী আব্দুল কাইউম সাহেব ডাইরেক্টর- জামিয়া রহমানিয়া

সাহেব ছজুর আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব বলেছেন, জুমার দিনে যে দ্বিতীয় আজান দেওয়া হয় তার জবাব দেওয়া যাবে না, কেননা ওই আজান থেকে যোবা শু(হয়ে যায়। ছজুর আজানের জবাব দেওয়া তো ওয়াজিব কিন্তু জুমার দিনে ছানি খোংবার আগে যে আজান দেওয়া হয় তার জবাব দেওয়া কি? উল্লেখ বিষয়টি জানালে উপকৃত হবে।

নজল ইসলাম, রায়কোলা। জওয়াব- উল্লেখ আজানের জওয়াব দিতে হবে। হাদিস শাফেই উল্লেখ আজানের জওয়াব দেওয়ার রেওয়াএত রয়েছে। (বুখারী শরীফ ২/১২৫ পৃষ্ঠা)

৪০৯৪। সওয়ালা- ছজুর বাজারে যে সমস্ত বডি শ্রেণ বা পারফিউম পাওয়া যায় সেগুলি মেখে কি নামাজ পড়া যাবে? সাদিকুল হক মোল্যা, আবাদ খড়মপুর

চাঁদরিয়ে পাড়া। জওয়াব- মনে সন্দেহ জাগলে সেগুলি ব্যবহার না করাই উচিত। আর যদি তাতে কোন নাপাকী আছে জানতে পারেন তাহলে ব্যবহার করা জায়েজ নয়।

৪০৯৫। সওয়ালা- যে যে ভুলের কারণে ফরজ নামাজে ছোহ-ছেজদা ওয়াজিব হয়, অনুরূপ ভুল যদি সুন্নাহ নামাজে হয় তাহলে কি সুন্নাহ নামাজেও ছোহ-ছেজদা করতে হবে নাকি পুনরায় নামাজ দোহাইতে হবে?

আজহাদ্দিন মোল্যা, আবাদ খড়মপুর। জওয়াব- সুন্নাহ নামাজেও ছোহ-ছেজদা ওয়াজিব হবে। ছোহ-ছেজদা আদায় করলে নামাজ আদায় হয়ে যাবে।

৪০৯৬। সওয়ালা- ছজুর আমার প্রাে হল কোনো ইমাম সাহেব যদি প্রথম রাকাতে সূরা ফিল পাঠ করলে আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা নাস পাঠ করলে। তারপর কোনো মুসল্লি যদি নামাজ পড়তে আসে এবং তার

প্রথম রাকাত ছেড়ে যায়। তখন এ মুসল্লি সালাম ফেরানোর পর কোন সূরা পাঠ করবে। দয়া করে জানানবেন।

এরশাদুল ইসলাম, চাকলা। জওয়াব- উল্লেখ মুছল্লি তার ছেড়ে যাওয়া রাকাততে ছুরা নাছ পড়বেন। তাতে কোন দোষ হবে না।

৪০৯৭। সওয়ালা- ছজুর আমার প্রাে হল কোনো মুসলমান নামাজ পড়ে-কোরআন পড়ে, এক কথায় সে ব্যক্তি শরীয়ত অনুযায়ী চলে। কিন্তু সে কোনো পীরের কাছে বায়াত গ্রহণ করেননি। এই অবস্থায় সে কি মুসলমান থাকতে পারবে বা মারা যাবে? দয়া করে কিতাব উল্লেখ করে জানানবেন।

সাহানুর ইসলাম, চাকলা। জওয়াব- আশ্বাওজির জন্য তাছাউফ শি(করা ছহিমতে ওয়াজেব। কোন কেভাবে ফরজ বলা থাকলে তার মর্ম কার্যত ফরজ। সুতরাং উল্লেখ হুকুম কেউ যদি তরক করে তাহলে কবির্য গোনাহগার হবে। তবে মুসলমান থাকবে এবং যারা গেলোও মুসলমান অবস্থায় মারা যাবে (ইনসাঃ)। কেননা সামাধিক সঠিক মতে কবির্য গোনাহকারী কাফের হয় না। (ইয়াশাতুত্তলবীন-দ্রষ্টব্য)।

৪০৯৮। সওয়ালা- ছজুর, যদি আছরের নামাজ কাজা থাকে ও মাগরিবের ওয়াজ্জ হই, তবে মাগরিবের জামাতে অথবা একা মাগরিবের নামাজের আগে আছরের কাজা নামাজ না মাগরিবের ফরজ নামাজ আগে পড়তে হবে? জানালে উপকৃত হবে।

ফা(ক লঙ্কর, বকচরা, মিনাখী। জওয়াব- আছরের নামাজ কাজা থাকলে আগে আছরের কাজা আদায় করতে হবে, তার পর মাগরিবের ফরজ পড়তে হবে। কেননা কাজা ও ওয়াজ্জিয়া

নামাজের মধ্যে তরতিব ল(করা ফরজ। এমনকি যদি কাজা আদায় না করে ওয়াজ্জিয়া পড়ে তবে ওয়াজ্জিয়া নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। তবে কাজার কথা ভুলে ওয়াজ্জিয়া আদায় করলে উল্লেখ ওয়াজ্জিয়া, কাজা আদায়ের উপর ওকুফ থাকবে।

৪০৯৯। সওয়ালা- মহিলাদের নামাজের সাথে পু(যের নামাজের বাড়তি নিয়ম বা পার্থক্য বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবে।

মা(ফা বিবি লঙ্কর, বকচরা। জওয়াব- ১) পু(যে তার কাপড় গাটের উপর পরবে, নারী তার কাপড় বুলিয়ে গোঁড়ালী পর্যন্ত নামিয়ে দেবে। ২) পু(যে নাভীর নিচে তাহরীমা বঁধবে, নারী বুকের উপর বাম হাতের উপর ডান হাত রাখবে।

৩) পু(যে তাহরীমা বঁধার সময় কানের তলি স্পর্শ করাবে, নারী কাঁধ বারবার হাত তুলবে। ৪) নারী পাঁচ ওয়াজ্জ নামাজে চুপে চুপে কেরাত পড়বে, পু(যে কেবল জোহর ও আছর চুপে চুপে পড়বে বাকী তিন ওয়াজ্জ প্রকাশ্যে কেরাত পড়বে। ৫) পু(যে (কুতে হাঁটুর মালা জাপটে ধরবে, নারী (কুতে এটটা নিচু হবে যতটা নিচু হলে তার হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌছায়- তার অধিক নিচু হবে না। ৬) পু(যে লোক দুই হাতকে ফাঁক করে রাখবে উ(হতে পেটকে পৃথক করে রাখবে, আর স্ত্রীলোক দু(হাত বিছিয়ে দেবে পেটকে দু(র উপর বিছিয়ে দিয়ে ছেজদা করবে। ৭) পৈঠকের সময় পু(যে লোক বাম পাঁচ ওয়াজ্জ উপর বসবে ডান পা ঘাড়া রাখবে, আর স্ত্রীলোক পাছার উপর বসবে এবং দুটি পা ডান দিক দিয়ে বার করে রাখবে। উল্লিখিত বিষয়গুলি পু(যে ও মহিলার নামাজের পার্থক্য।

আপনার অনলাইনে সওয়ালা পাঠাতে আমাদের ই-মেইল কন
psjc786@gmail.com

তোমরা গীবত থেকে বাঁচো

আনিসুর রহমান, মামুদপুর

হাড়েয়া থেকে এই শিরনামে পত্র প্রচারক আপনি যে, একজন চিত্রশীল ব্যক্তি সেটা আপনার শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে প্রচার পত্র বিলি দ্বারা মুসলিমদের সেবাদানে তাহা প্রকাশ পায়। তাই মুসলমান হিসাবে আমারও আপনার প্রতি একটা দায়বদ্ধতা আছে, আর তা হল আপনাকে জাহান্নামের অগ্নি হইতে র(ার) নিম্নত কিছু নসিয়ত (উপদেশ) ও প্রেম সংশোধন করা। কোন আলেম তো দুইয়ের কথা, কোন মুসলমানকে, শয়তান আযাজিল এর সঙ্গে তুলনা করা মানে তাকে কাকের বলা, আপনি একজন আলেককেই, অভিশপ্ত আযাজিলের থেকে কোন অংশে কম নয় বলেন। মুমেনকে কাকের বলা বা অভিশপ্ত শয়তান বলা, সে যদি তা না হয় তাহলে কোরআন হাই তাই হয়ে যায়, কারণ এটা গীবত। গীবত মানুষ কখন করে? এবং কি কি কারণে করে? ১১ টি কারণে মানুষ গীবত করে থাকে, তার মধ্যে অন্যতম হল রাগের বশবর্তী হয়ে মনের আল মেটানোর জন্য অন্যের গুণ গুলো চেপে রেখে দোষ গুলো তুলে ধরা হয়। (ইমাম গাজালি(রহঃ) এই ইয়াও উলুমুদ্দিন ৫৫৭ পৃঃ দ্রঃ)।

হযরত জাবির ও আবু শায়ীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সঃ) বলেন, গীবত করা হতে তোমরা বেঁচে থাক, কেননা গীবত জেনার চেয়েও নিকৃষ্টতম। গীবতের সংজ্ঞা, গীবত বলা হয় অপরের এমন আলোচনা করা যা সে গুলো খারাপ মনে করে। এ আলোচনা অন্যের সৈনিক ক্রটি, বংশগত ক্রটি, চারিত্রিক ক্রটি বা দোষ আলোচনা করা, ধর্ম কর্ম পোষক-পরিচ্ছদ ধরপাড়ি, গাড়ি ঘোড়ার দোষ সম্পর্কিত হলেও গীবত। (এহাও ইয়াও উলুমুদ্দিন)

সাহাবাদের ল(্য) নবী(সঃ) বলেন তোমরা জান কি গীবত কাকে বলে? সাহাবায়ে কিরাম নিবেদন করলেন, যে বিষয়ের আলোচনা করা হয় তা যদি তার মধ্যে থাকে? রসুল (সঃ) বলেন সে বিষয় তার মধ্যে থাকলেই তো গীবত। আর না থাকলে তা আরও বড় অপরাধ। অর্থাৎ সেটা তখন অপবাদ হবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) জনৈক মহিলা

সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, সে বেঁচে টে। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তুমি তার গীবত করছ। তাই একজন চিত্রশীল ব্যক্তি। পত্রে অনিত ১৪ টি অভিযোগ পড়লে পাঠক সকল বুঝবেন যে, তার আনিত অভিযোগ কোরান হাদিস তথা ইসলামের মূল নীতিতে কোন দোষেরই নয়, বরং চলতে গেলে যেমন হোচট লাগা স্বাভাবিক তেমনি সং কাজ করতে গেলেও মত বিরোধ দলাদলি ইত্যাদি আসতেই পারে, যেমন নবী (সঃ) ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে শুধু যে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন তাই নয় বরং তাঁনাকেও ৯ বার সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে হয়েছে, যীনের সংস্কার সাধনে দালাহজুর কে কর্ম বিরোধ পোয়াতে হয়নি অনেক বিতর্ক করেছে সেই সময়। বিরোধ ও হয়েছে আল্লাম (হল আমিন (রহঃ) ও ৭২ টা বিতর্ক সভা করেছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হয়েছে, এগুলোকে আপনি কি বলেন? প্রকৃত সত্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অশান্তি হয়ে থাকে এটা স্বাভাবিক। কারণ সব মানুষ সমান নয়- বোধ বুদ্ধিও সমান নয়। 'আল কুরআন ও সে কথা বলে'।

আর এ থেকে প্রমান মেলে উল্ অভিযোগ করি যে, কোরান হাদিস তথা ইসলাম স্বয়ং কত অজ্ঞ ও জ্ঞানের অদূর্বশীতা। পত্র প্রচারক বলেছেন যে, ডাইনোসর উপমা এই জন্যই যে, উনি জানেন মাদ্রাসার পরিচালক কে সুপারিন্টেন্ডেন্ট বলা হয়, আর সিনেমার পরিচালককে ডাইরেক্টর বলে। কিন্তু ভাইয়ের তো এতটুকু জ্ঞান থাকা উচিত যে, পরিচালক একটা বাংলা শব্দ আর এর ইংরাজি হল ডাইরেক্টর। আর এতটুকু জ্ঞান নেই যে পরিচালক ইংরাজি ডাইরেক্টর, আপনারা যদি এভাবে সং কাজে আলেমদের বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি দেখান তো সেটা নিজের পরকালের জন্য কি হবে ভাববার বিষয় বটে। উনি ১নং অভিযোগের প্রথমই শরিয়তের কথা বলেছেন। সেই শরিয়তের বিধানই উনি অমান্য করে মুফতি আব্দুল মাতিনের(ওনার নজরে) দোষের কথা তুলে প্রচার করলেন। কিন্তু সংভাবে যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে মাতিন

সাহেব এর গুণের কথা লিখতে কয়েক দিন্তা কাগজের প্রয়োজন হয়ে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে ইসলাম তথা শরিয়তের বিধান আলেম জাহেল বিশেষ সাধারণ সকল মুসলমানের জন্য সমান। তাই কোন আলেমও যেন গীবত করার মত ভুল না করেন ওয়াজনসিয়াতের নামে। আর প্রচার পত্র বিলি কারক ভাইয়ের কাছে অনুরোধ যে, আপনি যে বাকি তথ্যবলী প্রকাশের যোযনা দিয়াছেন তাহা এই ছোটখাট তথ্য বিতর্কিত বিষয়ে আপনার শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে নষ্ট না করে, ইসলাম ও আলেম নিয়ে যখন পড়েছেন তখন একটা উৎকৃষ্ট বিষয় আপনাকে জানাই এটা নিয়ে সংগ্রাম কন, সেটা হল, লিখিত চুক্তি দরদারী ও একবছর আগে ৫০০ টাকা আগাম নিয়ে ওয়াজনসিয়াত করছেন এক শ্রেণীর আলেম, কিন্তু কোরআনুল করিমের সূরা বাকারাহ ৪১ ও ১৭৪ আয়াত সূরা আল ইমবানের ১৮৭ ও ১৯৯ আয়াত দ্বারা উল্লেখ্য হারাম। নবী (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জীবিত অর্জনের উপদেশে কোরআন শি() করবে কেয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার চেহারা হবে বৃহৎ আকারের, কিন্তু তাতে মোটেই গোস্ত থাকবে না। তাকে দেখে লোকে চিনে ফেলবে যে, এ পাপের কারণেই তার এ অবস্থা হয়েছে। (বাইহাকী শোআবুল ইমান)। মোজদ্দেদ জামান দাদা হজুর (রহঃ) বলেন, আলেম ও গীরগণ আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াজনসিয়াত করবেন। কারও কাছে ইশারা বা ইঙ্গিত দ্বারা অথবা অন্যের সাহায্যে খরাত আদাই করবেন না, এটাও হারাম, যদি কেই ইচ্ছা করে কিছু দেন, তবে তা নেওয়া জায়েজ। আল্লাম (হল আমীন (রহঃ) 'আলিফ লাম মিম' পারার তফসীরে ১১৬ নং পৃষ্ঠায় ওয়াজন করে টাকা পরসা চেয়ে নেওয়া কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। সে কারণে আপনি যদি এমন উত্তম বিষয়ে আপনার শ্রমও অর্থ ব্যয় করে প্রতিবাদ করেন মোমেন হিসাবে অবশ্যই বিদ্রোহ বা আশা করা যায় পরকালে উল্লেখ্য কাজের বদৌলতে আল্লাহপাক আপনাকে জাহান্নামের হকদার বানিয়ে দিবেন ইনঃশাআল্লাহ।

“অল ইন্ডিয়া সূন্নাত অল জামায়াত” প্রকাশ্য ঈমানী সমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা- উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গা থানার হাদিপুর গড়ে গত ৬ এপ্রিল রবিবার অনুষ্ঠিত হল অল ইন্ডিয়া সূন্নাত অল জামায়াতের ব্যবস্থাপনায় ও মাগরীবি বাঙ্গাল আঞ্জুমান অয়েজিনের পরিচালনায় ও এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি বর্গের সহযোগিতায় বাংলার সাধারণ মানুষদের ঈমানী চেতনা সজাগ রাখতে ও ঈমানী সচেতনতার মাধ্যমে বাংলা থেকে শিরক-বেদআত ও কুসংস্কারকে চিরতরে দূরীভূত করার লক্ষ্যে আয়োজিত হল প্রকাশ্য ঈমানী সমাবেশ।

সকাল ১০টা থেকে শু(হয় বুদ্ধিজীবী সমাবেশ। এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন শি(ত যুবক, ডাক্তার, মাস্টার, স্কুল পড়ুয়া, উকিল, ব্যারিস্টার ব্যক্তি বর্গের উপস্থিতিতে বেলা ১টা পর্যন্ত আলোচনা হয় মুসলিম সমাজের ধর্মীয় দুরাবস্থা এবং কোন পদ্ধতিতে আমরা আমাদের ধর্মীয় জীবনকে ঈমান ও ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারব।

আর তার সবিস্তার পর্যালোচনাতে উঠে আসে ফুরফুরা শরীফের আলা হজরত দাদা হজুর পীর কেবলা (রহঃ) ও হানাফী মাজহাবের ব্যারিস্টার বদ বিখ্যাত তারের জেনে রাখা দরকার যে মাতিন যদি (রহঃ)-এর রেখে যাওয়া কেতাব সমূহের প্রতি আমল করা এবং তাদের অনুসারী হিসাবে নিজেদের জীবনাদর্শ গড়ে তোলার প্রতি যত্নবান হওয়ার কথা। যদি আমরা তা করতে পারি তাহলে বর্তমান এই সমাজের ধর্মীয় দুরাবস্থা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে স(ম হব।

এদিন বেলা ২টা থেকে আয়োজিত প্রকাশ্য সমাবেশে বাংলার প্রখ্যাত ওলামাগণ বক্তব্য রাখেন। প্রত্যেক বক্ত(ই শিরক-বেদআত ও কুসংস্কারের বি(চ্ছে সোচ্চার হন। মাওলানা সফিকুল ইসলাম সাহজী ও মাওঃ ইসমাইল সাহেব বলেন, যখন বাংলার সাধারণ মুসলিম মা ও ভায়েরা তথা হাজার হাজার মুসলিম জনসাধারণ মাজার-দরগা ও কল্যাণিক মাজারকে কেন্দ্র করে শিরক ও বেদআতের জালে জড়িয়ে যাচ্ছে, এমনত অবস্থায় বাংলার হাজার হাজার মুসলমানদের ঈমানকে বাঁচানোর জন্য তথাকথিত মুসলিম সমাজের ধারক ও বাহক গণেরা দিবালোকে ঘোড়ার মত দাঁড়িয়ে কল

ঘুমে অচেতন। তারা কি পারত না যে দু-পাঁচটা সমাবেশ ঘটিয়ে বাংলার আম জনতার ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে সচেতন করতে? কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা জলসা করে টাকা নেওয়া জায়েজ এটা বলার জন্য সমাবেশ ঘটাতে পারে কিন্তু বাংলার মুসলমানদের ঈমান বাঁচানোর জন্য পকেটের কড়ি খরচ করতে নারাজ। মহামান্য মুফতী আব্দুল কাইউম সাহেব বলেন মাজারে গিয়ে সেজদা করা হারাম আর সেজদা করতে হবে কেবল আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করবে তারা কাকের হবে এবং জাহান্নামী হবে। এই সমাবেশে মাজার কেন্দ্রিক শিরক-বিদাদের উপর রচিত তাঁর কেতাব 'ইসমাভূঃ তাওহিদ'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। তিনি তার বক্তব্যে এই বইয়ের লিখিত বক্তব্যকে জনসাধারণের বোধগম্যের জন্য পাঠ করেন এবং বুঝিয়ে দেন।

অল ইন্ডিয়া সূন্নাত অল জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মাতিন সাহেব বলেন, আমার নামে হাড়েয়া রওজার দেড় ল(টাকা লুণ্ঠাটের যারাই অপপ্রচার দিচ্ছে তারের জেনে রাখা দরকার যে মাতিন যদি রওজার একদিনের আয় দেড় ল(রও অধিক লুণ্ঠাট করে থাকে তাহলে বিগত কয়েক যুগ যাবৎ রওজার বিপুল টাকা যারা আত্মস্বাঃ করেছে তাদের দারা সেই টাকা মুসলিম সমাজের কোন কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, তার পুণ্ঠানুপুণ্ঠ তরু সন্তের দাবি জানান তিনি। উপস্থিত ৩৫ থেকে ৪০ হাজার মুসলিম জনতা তাঁর এই দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। তিনি সমগ্র মুসলিম সমাজকে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার ও শিরক-বেদআতের বি(চ্ছে সোচ্চার আহ্বান জানান। এছাড়া মুসলিম সমাজকে মদ, গাঁজা, জুয়া এককথায় নেশামুক্ত করার ল(ে তিনি নান্দীর্ঘ্য বক্তব্য রাখেন।

পরিশেষে অল ইন্ডিয়া সূন্নাত অল জামায়াতের সভাপতি আলহাজ্ব হাফেজ শামসুর রহমান সাহেব বি(য়ের সমস্ত মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনা করে মহান আল্লাহর নিকট দুরার মাধ্যমে এবং শিরক মুক্ত সমাজ গঠনের অঙ্গিকার করে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষনা করেন।

এতিম শিবির এবং মহতী ইসলামী জনসা

নিজস্ব সংবাদদাতা- ভোজপাড়া পশ্চিম পাড়া আমিনীয়া মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে ভোজপাড়া পশ্চিম পাড়া মোজদ্দেদিয়া যুব কমিটির পরিচালনায় ও গ্রামবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতায় এক এতিম শিবির এবং মহতী ইসলামী জনসার আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মাদ্রাসার ১৩১ জন এতিম ছাত্রদের বিনামূল্যে ইসলামিক পোষাক (পায়জামা, শিরহান, হাজি(মাল) এবং ইসলামিক কেতাব (নিয়ামুল কোরআন) বিতরণ করা হয়। তাদের পথ খরচ এবং টিফিনের খরচ বনন করা হয়। টিপিনের ব্যবস্থা করেন জনাব সহিদ মোল্যা এবং গোলাম রসুল গাজী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রামের বাসিন্দা, হাজি(গণ। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আল ফ(কে সর্দার।

কোরাৎ পাঠের মধ্যদিয়ে এই অনুষ্ঠান শু(হয় আছর বাদ এবং মাগরিবের আগে পর্যন্ত এই বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান চলে। এর

পরই শু(হয় মহতী ইসলামী জনসা। প্রধান বক্ত(ই হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাওঃ মুফতি আব্দুল কাইউম সাহেব। তিনি এই মহতী বস্ত্রদান অনুষ্ঠানটির উপর শু(ত্বপূর্ণ গ্রামবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতায় এক এতিম শিবির এবং মহতী ইসলামী জনসার আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মাদ্রাসার ১৩১ জন এতিম ছাত্রদের বিনামূল্যে ইসলামিক পোষাক (পায়জামা, শিরহান, হাজি(মাল) এবং ইসলামিক কেতাব (নিয়ামুল কোরআন) বিতরণ করা হয়। তাদের পথ খরচ এবং টিফিনের খরচ বনন করা হয়। টিপিনের ব্যবস্থা করেন জনাব সহিদ মোল্যা এবং গোলাম রসুল গাজী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রামের বাসিন্দা, হাজি(গণ। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আল ফ(কে সর্দার।

কোরাৎ পাঠের মধ্যদিয়ে এই অনুষ্ঠান শু(হয় আছর বাদ এবং মাগরিবের আগে পর্যন্ত এই বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান চলে। এর

ত্রয়োদশ বছরে পদার্পণ করল বঙ্গনূর

স্টাফ রিপোর্টার- আল্লাহ পাকের অসীম দয়ায় বঙ্গ নূর দ্বাদশ বছর পূর্ণ করে ত্রয়োদশ বছরে পদার্পণ করল। ১৪০৯ সালের বৈশাখ মাসে বঙ্গনূর পত্রিকা মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, মুনয়ার রহমান (বিলু) কাসেদ আলি, মাওঃ মহিবুল্লাহ, হাফেজ আব্দুল আজিজ, মফিজুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম, মাস্তুর মাহবুবুর রহমান, কবি গোলাম মোজাহলেদে সহ আরো অনেকে বঙ্গনূর পরিবার তাদের প্রতি- দ্বাদশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। যাদের লেখায় বঙ্গনূর পত্রিকা সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের মধ্যে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি চতুর্দশ পত্রিকার সাংবাদিক আব্দুল রউফ, ড. মোস্তাফা আব্দুল কাইয়ুম, সমিরণ খাতুন, মুফতী আব্দুল কাইউম, মাওঃ গোলাম মোস্তাফা,

ইলাহুতমিস হালদার, জাকির হোসেন, হাফেজ ইসমাইল, সাংবাদিক মিজানুর রহমান, মাওঃ তকিউদ্দিন, কবি আলিয়ার রহমান, কবি খলিলুর রহমান, কমি মনজুর আলম, কবি আব্দুর দায়ান, কবি আব্দুল কাইউম, কবি মাস্তুর আমির আলী, কবি মাহতাব উদ্দিন, কবি আলমগীর হোসেন, কবি নাসির আহমেদ, কবি মাফা খাতুন এছাড়াও আরো অন্যান্য কবি সাহিত্যিক।

দ্বাদশ বর্ষ পূর্তি ও ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণে বঙ্গনূর পরিবারের প(থেকে সকল উপদেষ্টা, সদস্য, প্রেস প্রজেক্টের দাতা, পাঠক-পাঠিকাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। সাথে সাথে বঙ্গনূর চলার পথ আরো প্রশস্ত হোক পরিবারের প(থেকে সকলের কাছে এই দুরা কামনা করি।

সমস্ত (চিশীল বিজ্ঞাপন দাতাদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে জানানো যাচ্ছে যে, আপনারা স্বল্প খরচে বঙ্গনূর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন। খেলাফে শরীয়ত কোন বিজ্ঞাপন গ্রহণযোগ্য নয়।

সম্পাদকীয়

ভোট বিদ্বেষ

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আঞ্চলিক এবং কেন্দ্রীয় সমগ্র রাজনৈতিক দল গুলি ভোট ময়দানে খেলা শুরু করে দিয়েছে। এবারের লোকসভা গণ পঞ্চয়েতের মত হয়েও গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ভোট এখনো বাঁকি। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের ভোটের একটা আলাদা গুণ রয়েছে যেমন, তেমন আলাদা উত্তেজনাও আমরা দেখে আসছি বারবার। এবারের লোকসভা গণ পঞ্চয়েতের মত টান টান উত্তেজনা না থাকলেও একেবারে যে স্বাভাবিক রয়েছে তা নয়।

ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। জনগণের ভোটাধিকার একটি গণতান্ত্রিক অধিকার, এই অধিকার হরণ করার অর্থ হল গণতান্ত্রিক হত্যা করা। প্রতিটি শি(ি তে অশি(ি তে যে কোন ধরনের ভোটের তারা তাদের ইচ্ছা মত ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে। ভোটের রাজনীতিতে তো কোন

রকম ঝগড়া খাটি মারপিট খুন খারাবী আমাদের কাম্য হওয়া উচিত নয়। বাংলার প্রতিটি নাগরিকদের এব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম হিসাবে আমাদের একাডুই ল(রাখতে হবে ভোটের মিছিল, মিটিং ও ক্যাম্পিং করতে গিয়ে আল্লাহর এবাদতে কোন রকম ঘাটতি না হয়। যতোটা সম্ভব ভোটের মিটিং মিছিল ক্যাম্পিং ও ভোট সংগ্রহ(ন্তে যাবতীয় ঝঞ্জট থেকে দূরে থাকলে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সর্ব ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থা ও দেশের বর্তমান পরিস্থিতি উপলব্ধি ও অনুধাবন করে আপনার চিন্তা শক্তি যাকে ভোট দিতে বলে তাকেই আপনি ভোট দিন। ভোট ভোট করে কাজের (ি করা ঠিক হবে না। ভোট ভোট পাগল হয়ে দেশের উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয়। বরং দেশের জনগণ যদি কাজ পাগল হয় তবে দেশের উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

সচরিত্রের অধিকারীরা জ্ঞানত লাভ করবে

সাদিকুল হক মোল্যা

সং চরিত্রের অধিকারী হওয়া ইমানদারদের জন্য এক অপরিহার্য শর্ত। আল্লাহ সং চরিত্রের অধিকারীদের জামাতবাসী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনের সূরা আন-নাযিয়াহ'র ৪১ নং আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে, 'প(াস্তুরে যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় রেখেছে এবং কু-প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে, অবশ্যই জামাত হবে তার প্রকৃত ঠিকানা।' সং চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিরা পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য সম্পদ। যারা এই গুণকে ধারণ করেন মহান আল্লাহ তাদের আখেরাজের দিন তাঁর আরশের ছায়াদান করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থান (অর্থাৎ জিহ্বা) এবং দুই উ(র মধ্যবর্তী স্থান (অর্থাৎ লজ্জাস্থান) হেফাজতের দায়িত্ব নেবে আমি তার জন্য জামাতের জামিন হলাম।' (বুখারি)। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার জবানের ু(ে সংযম পালন করবে, কাউকে অযথা কষ্ট দেবে না, যার জবান কোনো অশ্লীল

কথা উচ্চারণ করবে না, মিথ্যাচারের সঙ্গে যুক্ত করবে না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জামাতের জামিন করেন। একইভাবে যারা অশ্লীলতা, অবৈধ সম্পর্ক থেকে বিরত থাকবে তারাও আখেরাজের জীবনে জামাতবাসী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবেন। নিজেকে সং চরিত্রের অধিকারী হতে হলে অসং কর্ম থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয়ী হতে হবে। সব ধরনের অবৈধ কাজ থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে হবে। সদা সর্বদা আখেরাজের কথা ভাবতে হবে। সং সং চরিত্রের অধিকারীরা পরিবার ও সমাজে সবার আস্থা অর্জন করে। তাদের সংস্পর্শে মানুষ নিজেকে নিরাপদ ভাবে। সং চরিত্রের অধিকারী যারা তারা কোনো অন্যায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে না। তারা কোনো অবস্থায় লোভ-লালসার কাছে আত্মসমর্পণ করে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সং চরিত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সেই অন্ধকার যুগেও তিনি আল আমিন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বিধর্মীরাও এ জন্য তাঁকে সম্মি(করত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সং চরিত্রের অধিকারী হওয়ার তাওফিক দান করেন।

অল ইন্ডিয়া সুন্নাত অল জামায়াতের ডাকে, মিনাখী ব্লকের সহযোগিতায় ও মাগরিবী বাঙ্গাল আঞ্জুমানে অয়েজিনের পরিচালনায়-

বিদ্ব নবী শি(ি কনফারেন্স

নে(লী বাজার পার্শ্বে ময়দান

১৩ বৈশাখ ১৪২১ (২৭/৪/২০১৪) রবিবার

সকাল- ৮টা হতে রাত্র ৮টা পর্যন্ত

বিদ্ব নবী (সাঃ)-এর আদর্শ বিশেষ করে শি(ি বিস্তারে তাঁর অবদান ও সমাজ কল্যাণ মূলক চিন্তা ভাবনার বাস্তবায়ন করার ল(ে এই সমাবেশে সকল শ্রেনীর মানুষদের উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

রামলীলা ময়দানে মমতা-আনন্ড যুগলবন্দী ফ্লপ

'আও মিলকর দেশ বাঁচাও' কি থাক্কা খেল?

তরিকুল ইসলাম

কেদ্রের কাছে বঞ্চনা হওয়া রাজ্যের নতুন কিছু নয়। নতুন হলে, দিল্লীর রাজনৈতিক ময়দানেও তার ছায়। তাই জানাচ্ছেন অনুপ গঙ্গোপাধ্যায়।

'বিভেদের মাঝে দেখ মিলন মহান' কথাটি বাস্তবিকই প্রেরণা যোগায়। আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এই 'বিভেদ'-কে নানা আঙ্গিকে দেখার সৌভাগ্য দেশবাসীর হয়েছে। সবচেয়ে বড় প্র(ে, কংগ্রেস দেশের অন্যতম প্রাচীন দল, তার বি(্জে প্রবল প্রতিপ(ে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত রাজনৈতিক দল আছে তারা মূলত 'আঞ্চলিক' হওয়ায় 'তৃতীয় ফ্রন্ট' বা অধুনা 'ফ্রেডারেল ফ্রন্ট' গড়ে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ফলে আমাদের বন্ধ জলাশয়ে ঘুরপাক খেতে হচ্ছে। ভারতীয় রাজনীতিতে 'কমলদীপ' আজও দুশ্চাপা হয়েই রইল। 'কংগ্রেস-বিরোধী' বলে এতদিন যারা নিজস্বের তুলে ধরেছেন, তারা সংখ্যায় দেশবাসীর অধিকের বেশী হলেও সমস্যা হচ্ছে, বাকিরা একাধিক ভাগে বিভক্ত হওয়ায় এবং ভোটের প্রাক্কালে অনেকে সুবিধা বুঝে কংগ্রেসেরই সহযোগী হয়ে ওঠায় সেই উক্তি 'সব খুট হায়া' বৃষ্টি আধুনিক ভারতীয় রাজনীতির সমর্থক শব্দ।

'রাজনৈতিক ময়দান' কথাটি যখন অধিক প্রচলিত, তখন এখানেও খেলোয়াড় দরকার, দরকার প্রশি(ি কের, দরকার টেকনিক্যাল ডিরেক্টরও। দেখা যাচ্ছে, অনেক রাজনৈতিক দল সীমিত সামর্থ্য নিয়েও এগিয়ে চলার চেষ্টার ক্রটি রাখছে না। পরাজয় অধারিত জেনেও কেউ যদি বা কোনও দল নিজের অবস্থান থেকে কিছুটা এগিয়ে আসতে পারে, সে(ে ত্রে স্পোর্টসমানশিপ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তাকে বা তাদের বাহবা জানানো উচিত। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর কেউ যখন বর্ণকান্ত তখন নতুন পথিক বাকি পথ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এতে লজ্জা-সন্ধ্যা ভিক্ষি(ি। ইতিহাসের পাতায় কলহাস থেকে নীল আম্র(িংরা এভাবেই প্রগতির বার্তাবাহক হয়ে উঠেছিলেন। আমাদের রাজনীতিবিদরা 'কমলদীপ'ের সাক্ষ্য বা গৌরব-কথা ভুল(ে মুখে আনতে চান না—এ(েই বিপত্তি।

যদিও ভারতীয় রাজনীতিতে সম্ভরের দশকে 'জনতা পার্টি' থেকে অধুনা 'ফ্রেডারেল ফ্রন্ট' তৈরির প্রচেষ্টা। এরা প্রত্যেকেই কিছু নতুন বর্ণ(্য় তুলে ধরতে চায়। প্রতিষ্ঠা করতে চায় নতুন কিছু। কিন্তু এই 'নতুন' বিষয়টি কি? আমরা লা(ে কোনও দেখব, বামের জায়গায় ডান বা ডানের জায়গায় বাম হলে আমাদের শরীরে অপারেশন সন্দেহ তা কমইরি হবে, চাই সংস্কার ও সার্বিক প্রতিস্থাপন।

আমাদের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা যে পরিসংখ্যান তুলে ধরেন তাও বর্ণ(্য় ও বাস্তবের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া দুশ্কার। আমরা যদি বলি 'আমাদের দেশে.....শতাংশ কৃষি উন্নয়ন হয়েছে। অথচ সেই বছরই এক(ে দেখব, বামের জায়গায় ডান বা ডানের জায়গায় বাম হলে আমাদের শরীরে অপারেশন সন্দেহ তা কমইরি হবে, চাই সংস্কার ও সার্বিক প্রতিস্থাপন।

অনেকের মতে, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা প্রয়োজনে এদের থেকে আর্থিক সহযোগিতা পান বলেই কি এখন অচলাবস্থা? যাই হোক না কেন, ভূত(েভোগী অগণিত মানুষ। আর এমনভাবেই দিল্লির বুকে আপ তথা আম-আদমি পার্টির উত্থান। কারণ রাজনৈতিক পরিমণ্ডল যেভাবে ত্র(মশ কলুষিত হচ্ছে তাতে আগামী দিনে রাজনীতিতে প্রবেশের আগে অনেকেই দু'বার ভাববেন। (১) মিথ্যার পাহাড়ে অবস্থান, (২) সরকারি টাকা নয়ছয়, (৩) নারীর ইজ্জত ধূলোয় লুপ্তিত, (৪) বেকারী সমস্যা তীব্রতর(ে রাজপাট-কেটার ওপর অধিক আস্থাশীল, (৬) সংখ্যালঘু-তাস খেলে প্রকোপ থেকে রা(ি পাওয়ার উপায় নেই। পাশাপাশি আমরা সার্বিক উন্নয়ন উপলব্ধি করতেও ব্যর্থ। কারণ ধনকুবেরদের ১০ শতাংশ হয়েই রইল। স্বীতির পাশে দরিদ্র শ্রমীর যদি ৫ শতাংশ উন্নতি হয় সে(ে ত্রে ভারসাম্য রা(ি হয় কিভাবে? অথচ পরিসংখ্যান বলবে দেশের আর্থিক উন্নতি হয়েছে। আসলে ভারতীয় অর্থনীতি যদি 'খরস্রোত' নদী হয়, পাশাপাশি রাজ্যগুলির প্রতি যদি কেদ্রের বঞ্চনা ঢলে (প্যাকেজ ঘোষণা করলেও তা পুরণে ব্যর্থ), রাজ্যগুলি যদি হাত কচলে টাকা পেয়েও তা ব্যয় করতে ব্যর্থ হয়, এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় হয় (যে কোনও কারণে) এবং সবার উপরে 'রাজনীতি' স্থান পায় সে(ে ত্রে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক সাপ-নেউলের মত হওয়াই কাম্য সঙ্গে যদি জুড়ে যায় রাজ্য বিভাজনের অধ্যায় তা হলে তা বিঘ কীটা হয়েই দাঁড়ায়।

এবার পূর্ণাঙ্গদের দিকে আলোকপাত করা যাক। স্বাধীন ভারতের এই অঞ্চলটি বারবারই কেদ্রের কণা তুলনামূলক কম পেয়েছে। ভারতের রাজধানী কলকাতার পরিবর্তে দিল্লিতে হওয়া সন্দেহ তা বদল হয়নি। তবে অনেকের মতে, এখানকার এবং বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিত- প্রিয় বলেই নাকি এমন পরিস্থিতি।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তথা তার দল তৃণমূল কংগ্রেস অতীতে কখনও বিজেপি, কখনও কংগ্রেসের সহযোগী হয়ে থাকলেও কেদ্রে একটি অর্থাৎ পাঁচ বছর তাদের সঙ্গে থাকতে না পারায় তারা দলের প(ে নতুন পথ অবলম্বন ছাড়া অন্যকোনও উপায় আছে কিনা এবং থাকলেও বাকি তা এখনও স্পষ্ট নয়। তিনি একই সঙ্গে দুই বড় ইউনিটের সমালোচনা (এগুলি যদিও ভুল নয়) করার পাশাপাশি যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ভোটের আগে এককম রণকৌশল সাজাবে, ভোটের পর পরিস্থিতি বুঝে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যেতে দ্বিধা করবে না তাদেরই কোনও একজনকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প(ে সওয়াল করছেন সে(ে ত্রে জননেত্রীর বাবুর্জির গায়ে কিছুটা কালিমা লাগতেই পারে। প্র(ে উঠতে পারে তার মানসিক স্থিতি নিয়ে। আবার অমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'এ রোলিং স্টোন' বললেও বৃষ্টি ভুল হয় না। নানারকমের পরিকল্পনা তিনি করছেন। অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া রাজ্যকে ও টেনে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

কিন্তু দ(প্রশাসক হিসাবে মমতাজি এখনও রাজনৈতিক মহলে দাগ কাটতে পারেননি। সারাদা-কাণ্ডে ওনার অযাচিত প(ে র অসহযোগিতা প্রভৃতি। তবে

নিয়ে বলার মত সাফল্য তেমন কিছু না ঘটলেও 'নারী নিগ্রহ' যে দেশের প্রথম সারিতে রয়েছে তা সকলেই স্বীকার করবেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই একজন 'নারী' বলে তা আরও বেশি করে মনকে বিদ্রোহ করে তোলে। এ(ইই মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম ভ্র-ব্যাক। শি(ি(ে ত্রে গুণাগুণিও অনেকে ভাল নজরে দেখছেন না।

তবে নেত্রীর প(ে সওয়াল করছেন টিপু সুলতান মসজিদের শাহী ইমাম নু(ল রহমান বরকতি। তিনি জানিয়েছেন, আমা হাজারে নিজেই সাংবাদিক বৈঠক করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভেঙে নিয়ে গিয়েছিলেন দিল্লিতে সভা করার জন্য। অথচ মোর্শীর ষড়যন্ত্রে শেষ পর্যন্ত আসেননি। বৃধবার রামলীলায় মমতার সভায় আমা হাজারের অনুপস্থিতির মন্দের ভালো, হিসেবেও দেখাছেন তিনি। তার কথায়, 'আমা দিল্লির সভায় না আসায় সংখ্যালঘুরা খুশি হয়েছেন। আমা বুটা ও বেইমান। আর এস এসের (রাষ্ট্রীয় সৈনিক সঙ্ঘ) কথায় চলছেন তিনি। আমরা সকলে মমতার পাশে আছি। স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের জন্য মমতা গত তিন বছরে যা করেছেন, তা অন্য কোনও মুখ্যমন্ত্রী করেননি। উনি একলাই চলুন। আমরা সংখ্যালঘুরা সবাই ওর পাশে আছি।' আর কে না জানে সংখ্যালঘুদের ভোট ব্যাক সুর(ি ত থাকলে 'বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মী'র মত নির্বাচনী-তরীও সহজে পার হওয়া সম্ভব।

নেত্রী মমতা থমকে না থেকে দিল্লি (উত্তরাঞ্চল), কেরল (দ(ি পাঞ্চ), বিহার-আসাম (পূর্বাঞ্চল) সহ মধ্যপ্রদেশ দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছেন। মোট ৩০ টি আসানে মমতা ব্যানার্জি নাম ঘোষণা করেছেন। তার মতে, গণতান্ত্রিক দেশে সব জায়গা থেকেই প্রার্থী দেওয়া যায়, এনিয়ে কোনও বিধিনিষেধ নেই।' তবে এ সমস্ত স্থানে তৃণমূলের সংগঠন মত না মজবুত তার চ(ে 'সভতার প্রতীক' মমতার অত্যন্তম প-স পরগণ্ট। যেখানে আঞ্চলিকতা মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছে, তারা কি এত সহজে বহিরাগতকে মন থেকে মেলে নেনে?

কলকাতার জনমত হল, আমার সঙ্গে জোট বাঁধি(ে ভুল হয়েছে। বিশেষত ভোটের আগে 'সামাজিক মঞ্চ' বলে তৃণমূল যাই সাফাই গাওয়া শু(ক(ক না কেন, দিদির মেগা শো ফ্লপ। রাজনৈতিক প্রতিপ(ে(রাও (বিজেপি, সিপিএম-সহ বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস) এতে যথেষ্ট উল্লাসিত।

অপরদিকে তৃণমূলের তরফে ফাটা রেকর্ড বাঙ্গাল হচ্ছে- কেউ কথা দিয়ে কথা না রাখলে আমরা কি করতে পারি? কারো শরীর খারাপ হতেই পারে। নেত্রী মমতার শেষ মুহুর্তে দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রতি অঙ্গিনে- 'কোথায়ও কম লোক নিয়ে শু(করছি।' পারে এই দশ হাজারি দশ লাখ হবে। আমাদের সভা ছিল না। শুধু বার্তা দেওয়ার ছিল (পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, তৃণমূলেরই উদ্যোগে এই সমাবেশের আয়োজন) সেই বার্তা দিয়েছি। সরকার বদলানোর লড়াই শু(হয়ে গিয়েছে। দেশের ভাগ্য ও ভবিষ্যত নিয়ে আমি সতি(াই উদ্বিগ্ন।'

তাই প্র(ে, রোদন ভরা এ বসন্তে জনমোহিনী একলা বিরহে কঁাদলে 'আজি এ বসন্তে কালবৈশাখীর ঝড় কি উঠবে?'

টুকরো খবর

প্রেমিকাকে ধর্ষন করে পালাল

প্রেমিকের বন্ধুরা

বঙ্গবন্ধু নিউজ- মুর্শিদাবাদে প্রেমিকাকে ধর্ষন করে পালিয়েছে প্রেমিকের বন্ধুরা। ঘটনটি ঘটেছে বেলডাঙা থানা এলাকার একটি গ্রামে। ১১ এপ্রিল সন্ধ্যায় প্রেমিকের সঙ্গে গান শুনতে আসে ওই কিশোরী। প্রেমিকাকে বসিয়ে প্রেমিক প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলে তার সাথ-আট বন্ধু মেয়েটিকে পাশের একটি মাঠে নিয়ে ধর্ষন করে। বিষয়টি কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের

নজরে আসলে তারা যুবকদের ধাওয়া করে দুজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের জেরা করে ১২ এপ্রিল আরও তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযুক্ত যুবকেরা সকলেই কিশোরীর প্রেমিকের বন্ধু বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে বেলডাঙা থানায় আট জনের বিদ্বেষ অভিযোগ দায়ের করেছে কিশোরীর পরিবার। ঘটনার পর থেকে কিশোরীর প্রেমীক সহ তিন অভিযুক্ত পলাতক রয়েছে।

নাইজেরিয়ায় ৩ দিনে ১৩৫ জন নিহত

বঙ্গবন্ধু ডেস্ক- নাইজেরিয়ায় গত ৩ দিনে পৃথক হামলায় অন্তত ১৩৫ বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে। ১২ এপ্রিল রাতে নাইজেরিয়ার বোর্নো রাজ্যের সিনেটর আহমেদ জামাহর বন্ধু বোনের উদ্ধৃতি দিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো এ সংবাদ প্রচার করে। আহমেদ জামাহ দাবি করেন, দুটি পৃথক হামলায় ১৩৫ জন বেসামরিক লোককে হত্যা করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন মনে করছে হামলাকারীরা বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী বোকো হারাম সংগঠনের সদস্য। আহমেদ জামাহ জানান, প্রথমে দিকবা

শহরের একটি টিচার ট্রেনিং কলেজ ল() করে হামলা চালানো হয়। সেখানে ৫ জনকে হত্যা ও বেশ কয়েকজন নারীকে অপহরণ করা হয়। হত্যাকাণ্ড চালিয়ে পালিয়ে যাওয়ার আগে কলেজটি সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দেয় হামলাকারীরা।

এরপর ক্যামে(নের সীমান্তবর্তী একটি গ্রামে হামলা চালিয়ে আরও ১৩০ জনকে হত্যা করে বিচ্ছিন্নবাদীরা। এ দুটি হামলাই ৯ এবং ১০ এপ্রিল তারিখের ঘটনা। প্রাথমিকভাবে এ দুটি হামলায় ৭০ জন নিহত হওয়ার দাবি করা হয়েছিল।

বিজেপিকে (মতায় না আনার

আহ্বান জানালেন সোনিয়া

বঙ্গবন্ধু নিউজ- (মতাসীন কংগ্রেস দলের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টিতে (বিজেপি) আক্রমণ করে বলেছেন, ‘দলটি দৃষ্টি ও মিথ্যাচারের মেঘে ঢাকা। তাদের আদর্শ বিভেদ সৃষ্টি ও একনায়কসুলভ, যা আমাদের ভারতীয়তা ও হিন্দুস্তানীয়তাকে ধ্বংস করবে।’

কংগ্রেসের তিন মিনিটের একটি টেলিভিশন বিজ্ঞাপনে এসব কথা বলেন সোনিয়া। বিজ্ঞাপনটি দেশটির বেশ কয়েকটি হিন্দি চ্যানেলে ১৪ এপ্রিল

সম্প্রচার করা হয়। বিজ্ঞাপনে এই প্রথম বিরোধী দলকে (মতায় না আনার জন্য ভোটারদের প্রতি সরাসরি আহ্বান জানান সোনিয়া। তবে বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদির নাম সরাসরি উল্লেখ করেনি তিনি। বিজেপির নাম ধরে সোনিয়া বলেন, দলটি ভারতের সামাজিক শান্তির জন্য হুমকি।

এর জবাবে বিজেপির সভাপতি রাজনাথ সিং বলেন, সোনিয়ার ও কংগ্রেসের উচিত, ভারতীয়তা সম্পর্কে জেনে তারপর কথা বলা।

যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশে হিজাব

পরী মুসলিম নারী!

বঙ্গবন্ধু ডেস্ক- যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ মিনেসোটার বাসিন্দা এমনই এক নারী তার সাফল্য গাথার জন্য স্থানীয় সিবিএস নিউজ চ্যানেলের সংবাদ শিরোনাম হয়েছেন। গত ১২ এপ্রিল সোমালি বংশোদ্ভূত ওই নারী মিনেসোটা প্রদেশের সেণ্ট পল পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পান।

কেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করা কাদরা মোহাম্মদ নামের ওই নারী ২০১০ সালে মিনেসোটা প্রদেশের সেন্ট্রাল হাইস্কুল থেকে পাস করে সেণ্ট ক্লাউড স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন। আগামী মে মাসে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্রিমিনাল জাস্টিস বিষয়ে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি নিয়ে বের হবেন। কিন্তু তার আগেই ২১ বছর বয়সী ওই সোমালি নারীকে গত সপ্তাহে মিনেসোটা প্রদেশের পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হল। নিয়োগ পাওয়ার পর কাদরা কর্মজীবনে

যারা সফল হতে চান তাদের উদ্দেশ্যে পরামর্শ দিয়ে বলেন, আমি আজ এখানে আসতে পেরেছি কারণ এ বিষয়ে আমার মনে শক্তিশালী স্বপ্ন ও দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। আর এ স্বপ্ন অর্জনে আমি সতিই খুব কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমি বলতে চাই যে, নিজ স্বপ্ন পূরণে আপনাদেরও কঠোর পরিশ্রম করে যেতে হবে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের যে গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ বিভাগ নারী সদস্যদের হিজাব বা ওড়না পরার অনুমতি দিয়ে থাকে মিনেসোটা প্রদেশের সেণ্টপল পুলিশ বিভাগ তাদের অন্যতম।



যার হাতে রক্তের—

একের পাতার পর—

সাঁ(ংকারে মমতা বলেন, ‘গণনার দিন দেখবেন কংগ্রেস ও বিজেপির মোট আসন যোগ করলেও ২৭৩ আসনে পৌঁছাবে না।’

এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ফেডারেল ফ্রন্ট গঠন করা না হলেও মমতা বিভিন্ন জায়গায় এ ফ্রন্টের কথা বলে বেড়াচ্ছেন। তিনি বলেন, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর গড়ে উঠবে ফেডারেল ফ্রন্ট। মমতা দাবি করেন, এত দিন ধারণা ছিল তার দল ৩৫-৩৬টি আসনে জিতবে, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ৪২টি আসনে জিতলেও অবাক হওয়ার কারণ থাকবে না।

ভারতে সরকার গড়তে হলে দরকার ২৭৩টি আসন। এই ল() নিয়েই এখন নির্বাচনের ময়দানে অবতীর্ণ দুই বৃহৎ জোট- কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ বা সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা এবং বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ বা জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা। কারা সরকার গড়বে— তা নিয়ে এখন রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের অভাব নেই। তবে, বিজেপি ও কংগ্রেস দু’দলই দাবি করছে, এবার তারা ই গড়বে সরকার।

কুখ্যাত
আবু গারিব
কারাগার বন্ধ
করল ইরাক

বঙ্গবন্ধু ডেস্ক- নিরাপত্তা সমস্যার কারণে কুখ্যাত আবু গারিব কারাগার বন্ধ করে দিয়েছে ইরাক সরকার। গত বছর কারাগারটি ভেঙে বহু বন্দি পালিয়ে যাওয়ার পর এ ব্যবস্থা নেয়া হলো। দেশটির বিচার মন্ত্রণালয় গত ১৫ এপ্রিল কারাগারটি বন্ধ করার এ খবর দিয়েছে।

২০০৩ সালে ইস্রায়েলি বাহিনী ইরাক দখল করার পর এই কারাগারটিতে বন্দিদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল দখলদার সেনারা। ওই পাশবিক নির্যাতনের কিছু ছবি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। অবশ্য মার্কিন প্রতির() দপ্তরের হস্ত() পে আবু গারিব কারাগারে নির্যাতনের মূল ছবিগুলো কখনোই প্রকাশিত হয়নি।

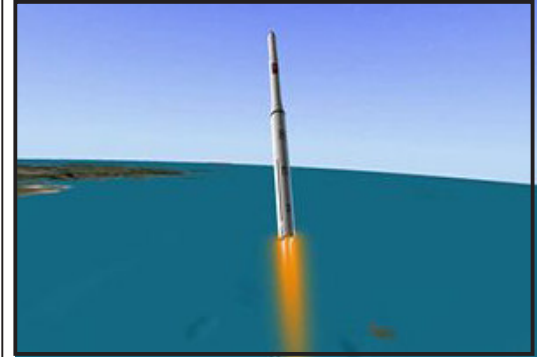
ইরাকের বিচার মন্ত্রণালয় অনলাইনে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলেছে, বাগদাদ কেন্দ্রীয় (সাবেক আবু গারিব) কারাগার পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। প্রতির() মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কারাগারটির বন্দিদের অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়েছে। ইরাকের বিচারমন্ত্রী হাসান আল-শামারি বলেছেন, নিরাপত্তা সংক্র()ত বিষয়ে আগাম পদ() প হিসেবে কারাগারটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

আবু গারিব কারাগারটি রাজধানী বাগদাদ থেকে দাঙ্গা কবলিত ফালুজা শহরে যাওয়ার পথে অবস্থিত। ২০১৩ সালের জুলাই মাসে শত শত শসস্ত্র বাহিনী বাগদাদের আবু গারিব ও তাজি কারাগারে হামলা চালিয়ে কয়েকশ বন্দিকে মুক্ত করে নিয়ে যায়। এই হামলায় নিহত হন ৫০ জনেরও বেশি বন্দি ও কারার()। ইসলামিক স্টেট অব ইরাক এণ্ড দ্যা লেভান্ট বা ইসিলা গোষ্ঠী ওই হামলার দায়িত্ব স্বীকার করে।

আমেরিকায় পরমাণু হামলা
চালাতে পারে উত্তর কোরিয়া

বঙ্গবন্ধু ডেস্ক- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরমাণু হামলা চালাতে পারে উত্তর কোরিয়া। খবরটি বিশ্বায়কর মনে হলেও মার্কিন সরকারের সর্বসাপ্রতিক এক প্রতিবেদনে এমন তথ্যই দেয়া হয়েছে। মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে। এতে বলা হয়েছে, পিয়ংইয়ং তার উনহা-৩ রকেট ব্যবহার করে দ() দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রে হামলা চালাতে পারে। এই

মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে উত্তর কোরিয়ার সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা করছে। সরকার পরিবর্তনের যে কোনো প্রচেষ্টার কঠোর জবাব দেয়ারও হুমকি দিয়ে রেখেছে উত্তর কোরিয়া। এ ছাড়া, পিয়ংইয়ংক সাম্প্রতিক সময়ে রকেট ও ব্যালিস্টিক () পনাস্কের পরী() চালিয়েছে এবং চতুর্থ পরমাণু অস্ত্রের পরী() চালানোর হুমকি দিয়েছে। উত্তর কোরিয়া বলেছে, যত() ন পর্যন্ত মার্কিন হুমকি বজায় থাকবে ততদিন



প্রতিবেদনের একটি কপি নিরাপত্তা বিষয়ক মার্কিন কংগ্রেসের উপদেষ্টা চাক ফোর্সের নির্বাহী পরিচালক পিটার ভিনসেন্ট প্রাই’র হাতে এসেছে। তিনি বলেছেন, দ() দিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে র() করার মতো কোনো সতর্কীকরণ রাডার বা () পনাস্ক প্রতির() ব্যবস্থা মোতায়ন করা হয়নি। প্রাই বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বি() বন্ধে বড় ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেয়ার কথা ভাবছে উত্তর কোরিয়া।

পিয়ংইয়ং বহুদিন ধরে অভিযোগ করে আসছে, মার্কিন সরকার তার এশিয়

নিজের অতিরিক্ত সামরিক শক্তি প্রদর্শন করে যাবে দেশটি।

কোরিয় উপদ্বীপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দ() কোরিয়া যখন বার্ষিক যৌথ মহড়া চালাচ্ছে তখন এ হুমকি দেয় উত্তর কোরিয়া। এ মহড়াকে পিয়ংইয়ং দেশটির ওপর হামলার মহড়া বলে নিন্দা জানিয়েছে। গত বছরের মহড়ার সময় উত্তর কোরিয়া আগাম পরমাণু হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছিল এবং বোমা() বিমানগুলো কোরিয় উপদ্বীপের আকাশ দিয়ে উড়ে গিয়েছিল।

প্রাচীন মিশরের
হৃদয়হীন এক নারীর মমি

বঙ্গবন্ধু ডেস্ক- এক ধাঁধাময় মমি খুঁজে পাওয়া গেছে যার মস্তিষ্ক রয়েছে আটক অথচ হৃদয় নেই। তার ওপরে সেই নারী মমির শরীরের উপর পাওয়া গেছে ২ টি কাঠের তন্ত(), যা দিয়ে সম্ভাবত কোনো উপাচার করে তার () ত পুরনের চেষ্টা করা হচ্ছিলো।

আজ থেকে প্রায় ১,৭০০ বছর আগে এই নারী জীবিত ছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ সময়ে মিশর ছিলো রোমান সাম্রাজ্যের অধিনে এবং সে সময়ে খ্রিস্টধর্ম ছড়িয়ে পড়ছিলো। ৩০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ছিল তার বয়স। এই নারীর নাম জানা সম্ভব হয়নি। অন্যান্য মিশরীয়দের মতো তারও দাঁতে অনেক সমস্যা ছিলো এবং অনেকগুলো দাঁত ছিল না।

রোমান সাম্রাজ্যের অধিনে ধীরে ধীরে মমি করার প্রচলন কমে আসছিলো এবং মানুষ খ্রিস্টধর্মের রীতিনীতি মানা শুরু করছিলো। কিন্তু এই নারী এবং তার পরিবার তখনও ছিলো সনাতন মিশরীয় প্রথার অনুসারী। এ কারণে তাকে মমি করা হয়। মমি করার জন্য তার পেটের দায়িত্ব স্বীকার করে।

হৃৎপিণ্ড ও বের করে নেওয়া হয়। কিন্তু মস্তিষ্ক রেখে দেওয়া হয়। বিভিন্ন মশলা এবং শ্যাওলা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় তার মাথা ও পেট, এরপর সম্ভাবত তাকে কাপড়ে পেঁচিয়ে কফিনে রাখা হয়। তার শরীর ফুটো করার পরে তা বন্ধ করে দেওয়া হয় লিনেন এবং রজন দিয়ে, তারপর একে সারিয়ে তোলার জন্য দুইটি কাঠের তন্ত() রাখা হয় তার পেট এবং কাঁধের ওপর। শুধু সারিয়ে তোলাই নয়, বরং তার অপসারিত হৃৎপিণ্ডের অভাব পূরণ করার জন্যেও এগুলো রাখা হতে পারে।

কারণ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, মৃত্যুর পরে তাদের হৃদয় দাঁড়িপাল্লায় মেপে দেখা হবে সে পরকালে প্রবেশের যোগ্য কিনা। এ কারণে মমি বিশারদেরা ভাবতেন মমি তৈরির সময়ে হৃৎপিণ্ড অপসারণ করা হয় না। কিন্তু এই হৃদয়হীন মমি এবং সাম্প্রতিক সময়ে পাওয়া আরও মমি দেখে এই তত্ত্ব ভুল মনে হয়।

এই মমি এবং তার কফিন এখন রাখা আছে মণ্ডিলের মাকগিল ইউনিভার্সিটির রেডপাথ মিউজিয়ামে।

মুখোশের বেড়াজালে

তকিউদ্দিন

গত সংখ্যার পর

সোনালীর গাড়ির গতি কমনতে দেখে পুলিশ গাড়ির সমুখ হতে সরে এসে সামনের দরজার নিকট দাড়িয়ে মাথা নিচু করে গাড়ির ভিতর দেখতে লাগল। অমনি গাড়ির পিকআপ টেনে এক মুহূর্তের ভিতরে চোমাখা পেরিয়ে গেল। আচমকা এমন ভাবে চলে যাবে সে কথা বোধ হয় পুলিশ ইনসপেক্টর বাসুদেব রায় ভাবেনি। তিনি প্রথমে চিন্তা করেছিলেন হয়তো সাধারণ কোন গাড়ি কিন্তু সোনালী যখন গাড়ি ছুটিয়ে চলে গেল। তখন আর সাধারণ মনে হলোনা। তড়িৎদ্রুতি পুলিশ কার গাড়ি ঘুরিয়ে ওদের ধাওয়া করলেন। বেশ কিছু রাস্তা যাওয়ার পর যখন কোন সন্ধান পেলনা তখন বাধ্য হয়ে ফিরে আসলেন। ওদিকে সোনালী গাড়ি দ্রুত চালিয়ে সোজা চলে এলো নিজের বাড়িতে রাত তখন ১১ টা। সোনালীর বাড়িটি একেবারেই মেন রাস্তার উপর। বাড়ির পৃথিবীকে ছেঁটি চাতয়াল বাড়ির দেওয়াল থেকে পঁচিল টেনে পুরো চাতয়াল (উঠান) ঘেরা। সামনে কেবল একটা টোটে মোটা বন্ধ থাকলে বাড়িতে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। গাড়ি ওদের ভিতরে রেখে সোনালী। করিমকে বলল ছেলোটিকে বার করে ভিতরে নিতে হবে। আর দেয়াল, খুব তাড়াতাড়ি কর। দেখা যাক কোন উপায়ে ওকে সরিয়ে তোলা যায় কিনা? সামনের ছিট থেকে উঠে এসে পিছনের দরজা খুলে চমকে উঠল করিম ছিটের সামনের ঝাঁক জায়গায় উপড় হয়ে জ্ঞান শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে ছিটে শুয়ে থাকা স্টেনেটিও নিখর। বুকে হাত দিয়ে দেখলো কিন্তু রাস চলার ঝিকঝিক শব্দ ও সে বুঝতে পারলনা। মানস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। নাকে মুখে হাত দিয়ে দেখলো না, রাস চলছেনা। সোনালীর আর বুঝতে বাকি থাকলনা যে সে মুক্তা মুখে পতিত হয়েছে। শীতের রাতে ১১ টা মানে প্রায় কেউই জেগে নেই বাড়িতে সোনালী একই থাকে যে জন্য তার সামনে একজন মুক্তা ও একজন অচেতন্য ব্যক্তি ব্যতিত আর কেউ নেই। ফলে তার বুকের ভিতরটা ভয়ে দুপূর্ণ করতে লাগল। কিন্তু ভয় লাগল কি হবে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা মানুষকে তো আর মৃত্যুর ন্যায় ফেলে রাখা যায় না। তার উপর করিম সোনালীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। যাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য সারাদিন পরিশ্রম করে ও খবর পাওয়া মাত্র সে ছুটে গিয়েছে। হিন্দু মূল্যবোধের কোন ভেদাভেদ তার কাছে নেই।

নেই কোন গোড়ামি, হিসা বিদ্বেষ বলে সে সকল মানবকে আপন করে নিতে পারে অতি সহজে। গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে করিমকে গাড়ির ভিতর থেকে টেনে বার করল। গাড়ির গ্যারেজ দিগে কোন রকমে তাকে বসাল, তারপর ঘর থেকে পানি এনে চোখে মুখে ঝাপটা দিতে লাগল কেন কিছু? ও পরে জ্ঞান ফিরে আসতেই পানি পানি করতে লাগল সোনালী এক গ্লাস পানি হাতে দিতেই এক চমুকে সে পান করলে আঙুলে আঙুলের চেষ্টা করল সোনালী তার হাত ধরে টেনে তুলল। তারপর ঘরে গিয়ে করিমের হান করা। করিমের শুয়েদিয়ে সে গাড়িতে পড়ে থাকা মৃত্যু যুবকটির কথা ভাবতে লাগল। বেশ কিছু ও পরে করিম সোনালী ও সে বৈঠে নেই।

করিম ও সত্যিই মারা গেছে? সোনালী ও হ্যাঁ, সত্যিই মারা গেছে। এখন কি করবে। সোনালী ও সেই কথাই ভাবছি। করিম আঙুলে উঠে বসার চেষ্টা করতে গিয়েই আঙুলে পুনরায় শুয়ে পড়ল। সোনালীর বিরুদ্ধে স্বপ্নে বলল কি হলো উঠলো কেন? শুয়ে থাক।

করিম ও কিন্তু—

সোনালী ও কোন কিছু নয় আমি তো আছি তোমার কোন চিন্তার দরকার নেই। এখন ঘুমিয়ে পড়। সকালে কথা হবে বলে সোনালী করিমের পাশে চুপচাপ বসে রইল।

করিম ও যাও শুয়ে পড়। সোনালী ও তুমি ঘুমাও তারপর যাবো। করিম ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ও ভাবে বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে না। সোনালী ও আমার সমস্ত ব্যাথা বেদনা মন থেকে মুছে গেছে কি জন্য জান? করিম ও কি জন্য? সোনালী ও তোমাকে অনেক দিন পরে কাছে পেয়েছি বলে। করিম বুঝতে পারল সোনালীর মনে চুপে রাখা ভালোবাসার কথা শুনে এখন উজাড় করতে চাইছে। তাই প্রসঙ্গ পাশ্চিয়ে বলল আমি সারাদিন কোথায় ছিলে তুমি? কতবার ফোন করেছি। কোন মতেই যোগাযোগ করতে পারিনি করিমের কথায় সোনালী চুপচাপ বসে রইল। কোনো উত্তর দিচ্ছে না দেশে বুঝতে পারলো প্রসঙ্গ পাশ্চানোর কারণে সোনালীর মনে রাগ হচ্ছে তাই কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকলো।

তারপর সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তা আর বলতে পারেনা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে লাইট জ্বলছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো রাত ৩.৪০ মি.। সে পাশ বদল করতে গিয়ে বুঝতে পারল পায়ের দিকে কি যেন আছে। মাথা উঁচু করে আশ্চর্য হল। কি সর্বনাশ করি সোনালী যে অবস্থায় যে পোষাকে পাশে বসেছিলো সেই ভাবেই পায়ের কাছে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। করিম ধরপড় করে উঠে বার কয়েক সোনালী সোনালী বলে ডাকল। ডাক শুনে সোনালী উঁচু করতে করতে চোখ খুলল। তারপর চোখ কচলাতে কচলাতে বলল কি হয়েছে? ডাকলো কেন? করিম বলল তুমি এভাবে শুয়ে আছে কেন? ঠাণ্ডায় শরীর অসুস্থ হবে তো? যাও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়।

সোনালী ও নরম গলায় বলল না আমি ঘরে শোবো। করিম ও কেন ঘরে শোবো না কেন? সোনালী ও আমার ভয় করছে গাড়িতে লাল দেখে বার বার মনে উঠছে। আমি একা শুতে পারবো না। করিম ও তাহলে কোথায় থাকবে? সোনালী ও এখন যেখানে আছি সেখানে। করিম ও তুমি এক কাজ কর। সোনালী ও কি কাজ?

করিম ও তুমি কাঁথা কবল নিয়ে এসো আমি নিচে থাকছি। আর তুমি ঘাটে থাক। সোনালী ও কেন নিচে শোবে কেন? করিম ও এমনি। যাও বলে করিম খাট থেকে নামতে গেল। সোনালী বাধা দিয়ে বলল না তার দরকার নেই। করিম ও তার মানে? সোনালী ও মানে আমি তোমার পায়ের কাছেই শুয়ে থাকবো। করিম ও তা হয় না। সোনালী ও কেন হয়না? করিম ও এটা পাপ। সোনালী ও কেন পাপ? করিম ও তুমি বোঝার চেষ্টা করো সবই তো বুঝতে পারছ। সোনালী ও হ্যাঁ তা তো পারছি। তবে মনে যদি কোন পাপ না থাকে তাহলে কিন্তু—করিম ও যাক হয়েছে। যাও কাঁথা বালিস নিয়ে এসো সোনালী ও আঙুলে আঙুলে উঠে এক দুপা করতে করতে অন্য ঘরে গেল। দরজা খুলে সোনালী চমকে উঠল। ঘরের ভিতরে ঘোর অন্ধকার তার মধ্যে বিভৎস চেহারার এক প্রতিচ্ছবি। তার হাটের নিচে পর্যন্ত চুল। চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। ইয়া বড়ো হাত যেটি ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সহজে পৌঁছে যাচ্ছে। সোনালী চিংকার দিয়ে উঠল।

তকসং চিংকার শুনে করিম ঝড়ফড় করে উঠে দৌড়ে গেল.....

চলবে.....

পাকিস্তানে ড্রোন হামলা চালিয়েছে মার্কিন বিমান বাহিনী, ‘সিআইএ নয়’

বঙ্গবন্ধু ডেস্ক ও পাকিস্তানে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ যে নিয়মিত ড্রোন হামলা চালায় তা আমেরিকার বিমান বাহিনীর একটি স্থায়ী ঘাঁটি থেকে পরিচালনা করা হয়। নতুন এক তথ্যচিত্র এ কথা বলা হয়েছে।

‘১৭ রিকনিসসন্স স্কোয়াড্রন’ নামে পরিচিত এ বাহিনীর ঘাঁটি আমেরিকার নেভাদা ম(ভূমিতে অবস্থিত) লাস ভেগাস থেকে ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত মোজাভে ম(ভূমিতে ‘ত্রিচ’ বিমান ঘাঁটির একটি নিরাপদ চত্বর থেকে অভিযান পরিচালনা করে এ বাহিনী।

সিআইএ’র ভাড়া করা বেসামরিক ঠিকাদাররা নয় বরং এই ইউনিটের নিয়মিত পাইলটরাই পাকিস্তানে হামলায় ব্যবহৃত আমেরিকার গ্রিডেটের ড্রোন পরিচালনা

করে। সাবেক ড্রোন পরিচালনাকারীরা এ তথ্য দিয়ে আরো বলেছেন, মার্কিন বিমান বাহিনীই সব সময় পাকিস্তানে ড্রোন হামলা পরিচালনা করেছে। তারা বলেছেন, ড্রোন হামলা সংগ্রহে কোনো তথ্য যাতে প্রকাশ করতে হয় সে জন্যই সিআইএ’র নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

২০১৩ সালে এক ব্রিফিংয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তারা দাবি করেন, তারা সিআইএ’র ড্রোন কর্মসূচি মার্কিন সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করতে চান।

কিন্তু সাবেক ড্রোন চালক ব্রাডেন ব্রিয়াণ্ট এ তথ্যচিত্র নির্মাতাদের বলেছেন, তাদের এ সব কথা মোটেও সত্য ছিল না বরং মার্কিন সেনাবাহিনীর সঙ্গে জড়িত সবাই জানতেন, দেশটির বিমান বাহিনী

ড্রোন হামলা পরিচালনা করেছে।

তিনি আরো বলেন, সিআইএ হয়ত একজন ত্রেতা হিসেবে ড্রোন ব্যবহার করে থাকতে পারে কিন্তু মার্কিন বিমান বাহিনীই সব সময় এ হামলা পরিচালনা করেছে। ড্রোন হামলা নিয়ে কোনো তথ্য যাতে প্রকাশ করতে না হয় সেজন্য সিআইএ’র নাম ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানান তিনি। মার্কিন সিভিল লিবার্টিস ইউনিয়নের ন্যাশনাল সিকিউরিটি প্রজেক্টের পরিচালক হিনা শামসি বলেন, ড্রোন হামলার আইনগত এবং তদারকি বিষয়ক নানা প্রশ্নের অবতারণা করেছে এ তথ্যচিত্র। এ জাতীয় তৎপরতার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নষ্ট করা হয়েছে। এ জাতীয় তৎপরতা গোপনে চলতে পারে না বলেও জানান তিনি।

সাইদী খালাস পাবেন আশা তাঁর আইনজীবির

বঙ্গবন্ধু ডেস্ক ও জামায়াতের নায়েবে আমির দেলাওয়ার হোসাইন সাইদী মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় আপিল বিভাগে খালাস পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন সাইদীর আইনজীবী অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন।

প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের আপিল বেঞ্চে সাইদীর মামলা রায়ের জন্য অপেক্ষা থাকা পর আদালত থেকে বের হয়ে তিনি এ কথা বলেন।

খন্দকার মাহবুব বলেন, “সম্পূর্ণ মিথ্যাভাবে সাইদীকে এ মামলায় জড়ানো হয়েছে। আমরা যেসব কাগজপত্র দিয়েছি, পাঁচজন বিচারপতি তা ভালোভাবে দেখে ন্যায় বিচার করবেন।”

তিনি বলেন, “সাইদীকে দুটি অভিযোগে ট্রাইব্যুনাল থেকে কাসি দেয়া হয়েছে। অভিযোগ দুটি হলো-ইব্রাহিম কুট্রি ও শিখাবালীকে হত্যার অভিযোগ। ইব্রাহিম কুট্রিকে হত্যার বিষয়ে প্রসিকিউশন ও তার স্ত্রীর দায়ের করা মামলায় সময় ও স্থানের ভিন্নতা রয়েছে।”

খন্দকার মাহবুব আরো বলেন, “ইব্রাহিম কুট্রিকে হত্যার ঘটনাটি সত্য হতে পারে। কিন্তু তাকে হত্যা করেছে দেলাওয়ার

শিকদার। আর দেলাওয়ার শিকদার এবং দেলাওয়ার হোসাইন সাইদী এক ব্যক্তি নয়।”

তিনি বলেন, “আমরা আবেদন করেছিলাম ইব্রাহিম কুট্রিকে হত্যার বিষয়ে তার স্ত্রীর দায়ের করা মামলার মূল নথিপত্র বিচারিক আদালত থেকে তলব করা হোক। কিন্তু আদালত সে আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।”

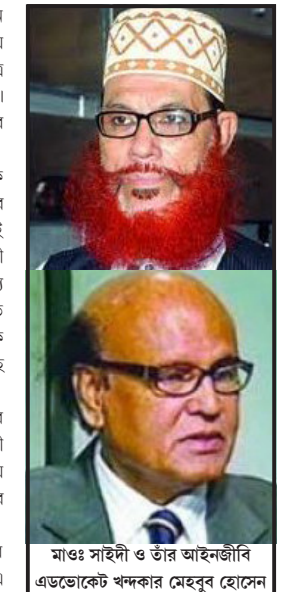
সাইদীর বিদ্রোহী আশা

হত্যা অভিযোগের বিষয়ে খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন, “বিশাবালীর ভাই সুকরঞ্জন বালীকে প্রসিকিউশনের সাঁটা করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি মিথ্যা সাঁটা দিবেন না বলে সাইদীর পক্ষে সাঁটা দিতে ট্রাইব্যুনালে এসেছিলেন। অথচ তাকে ট্রাইব্যুনালের গেট থেকে তুলে নিয়ে গেছে সাদা পোশাকধারীরা।”

“মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার ৪০ বছর পার করা হচ্ছে। এখানে আসামী কতটা ন্যায় বিচার পেল তা ইতিহাস হয়ে থাকবে এবং পরবর্তী প্রজন্ম শুভ স্বহকারে দেখবে” উল্লেখ করেন তিনি।

খন্দকার মাহবুব হোসেন সাইদীর আইনজীবী প্যান্ডেলের সিনিয়র সদস্য। এ

সময় আরো উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট এসএম শাহজাহান, তাজুল ইসলাম, সাইদীর পুত্র মাসুদ সাইদী।



মাওঃ সাইদী ও তাঁর আইনজীবী এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন

অল ইন্ডিয়া সুন্নাত অল জামায়াত কমিটির পরিচালনায়- বিবিপুর বেগমপুর অঞ্চল শাখার সহযোগিতায় ও জোড়া অসহায় পাত্র-পাত্রীর

ইসলামী গন বিবাহ

পানিগোবরা (প্রাইমারী স্কুল ময়দান) বশিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা

তারিখ- ১৭ বৈশাখ-১৪২১ (ইং- ০১/০৫/১৪) বৃহস্পতিবার, সময়- সকাল-১০ টা....

সভাপতি- হাফেজ শামসুর রহমান সাহেব,

অসহায় পাত্র- পাত্রীর অভিভাবক গন সত্বর যোগাযোগ ক(ন

৯৭৩৩৮০৮৮২১/৯৭৩২৮৪৯২৭৫/৯৭৩৩৯৯২২৬০

অভ্যর্থনায়-

আহ্বায়ক-

মাওঃ সফিকুল ইসলাম সাহাজী, হাফেজ, আব্দুল মাতিন

রেজাউল ইসলাম, হাজী হাবিবুল্লাহ সাহেব

সম্পাদক- অল ইন্ডিয়া সুন্নাত অল জামায়াত

এ কী সমাজ

আবুল কালাম, বুনারআতি

নিচেয়ে দেখো, উপর দেখো, দেখো কত ফারাক
সমাজ দেখো, বংশ দেখো, দেখো কে কত চালাক
সত্য আছে, ভ্রম আছে আছে কত নম্রতা
ফাঁকি দিতে গালি দিতে আছে কার মধ্যে মানবতা?
সূর্য-সুর্যে পৃথিবী দেখছে, দেখছে কত সামাজিকতা,
ভালো কাজে শুনতে লাগে বাসে, থাকে কী স্বাধীনতা?
প্রতিরাগে পোড়ে রোদে, র(১ পাওয়া ভার
চোর সেজে দস্যু সেজে কাছে গেলে র(১ করে নাকী তার?
আমি জানি, তুমি জান সমাজ জানে, আদর্শবান বলে কার,
সং সাহস যে প্রতিবাদে অফিসে আসে, আশ্রয় পদ দেয় কী তার?
মন বলে হৃদয় বলে ত্রি(মিনাল শব্দর ফেলে বিপদের কালে,
তাইতো সঠিক জাগায়, অভিযোগ দিলে র(১ হয় কলমের বলে।

একুশে নববর্ষ

ঝরাফুল

চোদ্দশত একুশ সালের পয়লা বৈশাখ
বাংলার নববর্ষ তুমি এসো....
শুভ দিন (গ মন নিয়ে এসো
সবাইকে অন্তরে খুব ভালোবেসো।
যে দিন গিয়েছে চলে সুখ দুখ ব্যথা- বেদনায়,
এসো না তেমন ভাবে আমাদের কাছে
অভিনব রূপে এসো এক বুক ভালোবাসা নিয়ে..
আবার বিদায় নিয়ো বারো মাস কত কিছু দিয়ে।
তোমার আসার অপেক্ষায়....
বাঙালীর ঘরে ঘরে মনে মনে প্রতি(১ তাই...
সরুপে অরুপে ধরে এসো আলো উজ্জ্বলতায়,
বঙ্গের কবি আজ অন্তরে এতো কিছু চায়।
অনেক ধ্বংস হয় প্রতি সনে সনে....
খুন খারাবীর যত রক্ত(১ দিন গেছে চলে,
তেমন হয় না যেন একুশের হাল সাল জুড়ে
এমন কামনা করে বাংলার কবি মনে মনে।
কি জানি তোমার কাছে আশা করা হয়তবা ভুল,
কাল বৈশাখী হয়ে আসতেও পারো তুমি
প্রাকৃতিক রূপ সজ্জায়.....
তবুও কামনা করি বিগত সে দিন গুলি
না হয় তোমার সমতুল।

প্রভাতে

রবিউল ইসলাম মণ্ডল, ভবানীপুর

প্রভাতে উঠিয়া শুনিয়া প্রভাতি
ইয়াছি বাহির বরনীপরে
দেখিনু প্রকৃতি শিল্প কন
ভাবিনু এমন রিঙ্ক ররগ
কাহার চাছনী কোন সোহাগীন
করেছে মোহিনী অরুণ বরে।
দিনের শেষেতে বুঝুর বেশেতে
আলতা রাঙিয়ে বদনে
এসেছিল কাল গভীর রজনী
তৃপ্তাহারা সন্ধ্যা
আজ সে ধরনীর অপরূপ রূপ
শিশির দেবীর রোদনে।
পুষ্কুরিনীর জলে মরাল চলে
পাছে পাছে চলে মরালী
ছোট বালক কিনিয়াছে চক
হাতে তার স্টেট করে ঝকঝক
বোম্বহয় যেন আসিয়াছে নেমে
হাঁপুলী ঝাঁকের করালী।
গগনে গগনে চলিছে মেয়েরা
পাইয়া ছাড়া করিছে খেলা
পর্বত গিরি শৃঙ্গের ঘাটে
ছুঁয়া তাহারে ভেলা
সে ভেলায় বসে আছে আজ
‘মনসা’র সতী বেহলা।
কি অপরূপ রূপ যে তোমার
এ চরনে দাও মোর ঠাই
একা একা এই সু প্রভাতে
ঘুরিয়া বেড়াই আজকে শরৎ এ
দেকিবে তোমার মোহিনী চেহারা
ভরিয়া দ্রোণ চাহিয়া।

কবির মজলিস

বলতে পারিস?

এম.আলতাফ হোসেন

বলতে পারিস কার ইশারায়
সূর্যি মামা রোজ ওঠে,
রোজ সকালে দিখির জলে
কেনো রক্ত কোমল ফোটে?
বলতে পারিস এই পৃথিবী
কে করেছেন সৃষ্টি
কার ইশারায় মেঘ হতে
বারে মুখল বৃষ্টি?
বলতে পারিস ফল ও ফুলের
কে দিয়েছেন স্বাদ?
কার ইশারায় জোয়ার-ভাটা
তোমার বৃকে প্রাণ?
কে দিয়েছেন পাখির কণ্ঠে
মিষ্টি মধুর গান?
কার কারামতেই বাতাস বহে
জুড়ায় হৃদয় জান?
কার কথাটি ‘ফজর ওয়াজ্জে’
সর্ব প্রথম মনে পড়ে?
কয়দিনে এই বিটটাকে
খোলায় ছলে কি সৃষ্টি করে?
বলতে পারিস কে দিয়েছেন
শক্তি বলার কথা,
আকাশ জুড়ে তারার মেলা
এবং সবুজ পাতা?
বলতে পারিস কার ইশারায়
বাঁচা এবং মরা?
কাহার কৃপায় পাহাড় থেকে
নামে বর্ণাধারা?
বলতে পারিস কার ইশারায়
কার ঝকুমেই রাত দিন?
তিনি হলেন মহান প্রভু
রব্বুল আলামীন।।

সঠিক পথের পথিক

সালারউদ্দিন মোল্যা, বসিরহাট কলেজ।

মাতিন সাহেব ধন্য আলেম ধন্য বাপের বেটা
আল্লাহ তানার দিয়েছে অনেক সম্মানের কোটা।
মাতিন বাবু করছে কাবু পেট পূজারি ভণ্ড আলেমদের
পায়ের নীচে মাটি না পেয়ে বদনাম করছে মাতিনদের।
মাতিন সাহেব ভাবুক আলেম, ভাবছে বসে বসে,
পশ্চিমবাংলার সরকার যেন মুসলিমদের করেনা এক পেশে।
মাতিন সাহেব ধন্য আলেম ধন্য সমাজ নেতা,
তানার মুখে সর্ব সময় জুরআন হাদীসের কথা।
নেয্য কথা বলতে মাতিন করে নাকো ভয়,
তাইতো তানাকে বিভিন্ন শক্তি খতম করতে চায়।
মাতিন সাহেব সমাজের জন্য করছে কত কাজ
বেইমানেরা বলে কিনা এটা হল টাকা মারার সাজ।
ন্যায় পরায়ন আলেম তিনি এই বাংলার বৃকে
ইসলামকে অপমান করলে পড়েন তিনি ঝুঁকে।
ইসলামকে নিয়ে তিনি করছেন ছুটো ছুটি
আল্লাহ তুমি দিয়ে নাগো তানার চলার পথে জট।
মাতিন সাহেব ধন্য আলেম ধন্য বাপের বেটা
তানার মতো আলেম আছে এই বাংলায় কটা।
আল্লাহ তুমি দিয়ে তানার মনে অনেক বল,
অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদে আল্লাহ কর তুমি সফল।
তুমি আমার জীবন সাথী তুমি আলোর আশা
তোমার মাঝে পাছি আমি সঠিক পথের দিশা।

বঞ্চিত কবি

সাকিল ইসলাম, সাতুলিয়া মাদ্রাসা

হৃদয় যে ব্যাকুল ইহায়া কহিতেছে হৃৎবাব
শ্রেষ্ঠ মানব যিনি তাঁর কত দাম।
হইলনা সা(১৭ তাঁর ই-পাইলন আঁখি তাঁর
বঞ্চিত “কবি সাকিল ইসলাম।”
ত্রিভুবনের মহামানব দেখিলামনা তাঁর নয়নেতে
পিতামহ তাঁর রাখিলেন মহামাদ নাম,
গমন করিলেন তিনি তাঁর প্রভুর নিকটে
বঞ্চিত “কবি সাকিল ইসলাম।”
বারে বারে চাইয়ে হৃদয় যাহিবো তাঁর সম্মুখে
দেখিব কেমন তাঁর (পের ধাম,
নেই যে তিনি এই ধরাতে পাইবোনা আর তাকে
বঞ্চিত “কবি সাকিল ইসলাম।”

শপথ

নূর মহাম্মদ মোল্যা, মনসাখালী চরপাড়া

জ্বলছে আগুন, জ্বলুক
তাতে কী এসে যায়,
মরছে মানুষ মকে
তাতে চিন্তা কেন হয়।
নারী ধর্ম, হলই বা
কী আছে (তি,
কামনা তৃপ্তি হয় তাতে
কী আছে কটা।
সিঁথির সিঁদুর মুখে যায়
বিধবায় ঘরে,
বধূহারা স্বামী যদি
ব্যকুল হয়ে ঘোরে।
প্রলোভনে পাশে দাঁড়াও
ফল পাবে শেষে,
গদী র(১ করতে হবে
এমন ছকটি কবে।
লাভ (তির অঙ্ক কষা
নির্বিকিতার ফল,
মুখে বল, ভালোবাসি
কাজে শুধু কৌশল।
নেতা, নেত্রীর নাতি কৌশল
একী ধারায় বয়,
তাদের পিছে ঘুরে কেন
বাঁচতে ইচ্ছে হয়।
সংসার জীবন হয়নি যাদের
বুঝতে কী তার যন্ত্রণা,
ভারত সংসার গড়বে তারা
রহস্যময় ছিলনা।
ভুলের মাশুল দিতে শুধু
রক্ত দিয়ে নয়,
নতুন পথে শপথ কর
বাঁচতে যদি হয়।

মুশলিম

কারিমুল ইসলাম, পিটাপুকুরিয়া

উঠিছে বাড়, কেন ডর ভাই?
চলো একসাথে যাই।।
প্রবল শত্রু গোলা বাদে
হেরিয়া কি তাজিবে জিহাদ?
পদে পদে বিপদ জানিয়া
পালাবে কি নিজ প্রাণ বাঁচাইয়া?
নিজেরে ভাবিয়া হীন, সহিবে অপমান,
তুমি মুসলমান, কীসে দেবে প্রমাণ?
এসেছে সময়, দিতে হবে প্রমাণ
তুমি শ্রেষ্ঠ শিখ্য তুমি মুসলমান।।
মাথায় কাফন বেধে বেড়িয়ে পড়ো
মধ্যে বিবেদ ভুলে সবে হও জড়ো
কি হবে বাঁচায়ে জান
যদি খর্ব করে নবীর সম্মান।
মুশলিম! হও আগুয়ান, দরো গান,
দিয়ে প্রাণ, বাঁচাবো নবীর সম্মান।
ফেনাইয়া উঠে করো অভিযান,
নিধন করিতে হবে পশ্চিমি শয়তান।।
তব সনে, ওই কারবালার প্রান্তর,
মুসলিমের খুনে লাল হলো যেথা এজিদের খঞ্জর।
দিতে হবে মাসুল তুলেছে আঙুল নবীর উপর,
ফিরিবে সে সম্মান মোদেরই রক্তে পূর্ণবার।।
সাহাবিদের রক্তের বলিদান,
শুধিতে হবে দিয়ে প্রাণ।
আজ দেবো ভালোবাসার দাম,
নিপাত করে “ইনোসেন্স অব মুশলিম।”

বঙ্গের নূর “বঙ্গনূর”

সেখ গোলাম কিবরিয়া, পা(লিয়া)।

বঙ্গনূর জানি, তুমি একা এবং একক
এই একক শক্তি(র বলে তুমি চলেছো এগিয়ে,
চলো এগিয়ে এটিই মোদের আশা
তোমার সম্মানের নেই কোন ভাষা।
কিন্তু তুমি চলিতে চলিতে যেন কোন দানবীয়
(মতার বেড়াঙ্কালে জড়িত না।
তোমার ভাব এবং ভাষা থাক সুস্পষ্ট,
তোমার প্রচারের কার্য থাকিবে নিরপেক্ষ,
অঙ্গুলী উত্থাপন কেহ যেন না করিতে পারে।
সংখ্যা লঘুদের শক্তি তুমি ভু-ভারতে।
তোমার শক্তি(হোক মহৎ এবং মহান।
এ-কথা মাথায় রাখো আমি বঙ্গেরনূর।”
নূরের আলোয় জ্বলিয়ে পুড়িয়ে দাও—
বতসব স্বার্থপর কা-পু(ষদের সুর।
তোমার মাথা যেন না হয় নত।
স্বার্থপর কোন দানবদের হাতে,
বারেক আমি করি অনুরোধ।
নির্ভিকভাবে একাই চলো
মহান আল্লা থাকবেন তোমার সাথে।

সতর্ক

নূর মোহাম্মাদ মোল্যা, মনসাখালী

চলার পথে ভুল হলে
মাকতল দিতে হয়,
অলসতায় দিন কাটিলে
(তি সাধন হয়।
সঠিক পথের পথিক যিনি
ভয় কি আছে তাব,
জয় পরাজয় ভেদ করিয়া
খুলবে মনের দ্বার।
কমে যাদের অন্ন যোগায়
ধন সম্পদ হারা,
বিলাস ভুখমি মিছে আশা
নিঃস্ব অসহায় যারা।
অলসতা কাটিয়ে এবার
তাকিয়ে দেখ বিধময়,
বহু মুখি কুটির শিল্প
তব দ্বারে বিড় জমায়ে।
সুখের সংসার গড়তে হলে
ছেলায় যেন কাটে না দিন,
উদর পূর্ণ করতে গিয়ে
বাড়াইওনা কেবল ঋন।

আয়ুর্বেদ ও ইউনানী মতে উন্নত মানের চিকিৎসা কোলকাতার সুন্দর
ডাক্তার হেকীম দ্বারা কম খরচে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

হতশ না হয়ে সস্তার উপরে ভরসা রাখুন, তিনিই রোগ মুক্তি করেন।

পেটের যে কোন রোগ গ্যাস, গ্যাসটিক, আলছার, পেটে ব্যাথা, কোষ্ঠকাঠিন্য
বা পুরাতন আমাশা চিরতরে ভালো হয় বা বাত, গাঁটে ব্যাথা, সাইটিকা,
প্যারালাইসিস, সর্দি, কাশি, জ্বর, হাঁপানি, মাথা ঘোরা, যন্ত্রণা, হার্টের দুর্বলতা,
লিভারের দুর্বলতা, লিভার বেড়ে যাওয়া, জল জমা, গলর্রাডার, কিডনী ও
মূত্রাশয়ের পাথর গলে বেরিয়ে যায়। অর্শ ও রক্ত(পড়া, ঘন প্রস্রাব, প্রস্রাবে
জ্বালা, বিছানায় প্রস্রাব, স্বপ্নদোষ, ধাতু পাতলা, ধ্বজভঙ্গ।

নার্ভ(স্নায়ু), মনোরোগ, দূর্শিষ্টতা, ভয়ভীতি-টেনশন, শিরার টান।
মেয়েদের রোগঃ সাদা আব, মাসিকের দোষ, খুন ভাঙ্গা, শরীর দুর্বল, যিটখিটে
মেজাজ। এছাড়াও সমস্ত রোগের চিকিৎসা করা হয় ও ডাক্তার(বাবু সুপারামর্শ
দেন।

তাজ দাওয়াখানা

প্রোগ- নজ(লে ইসলাম

গ্রাম- কাউকে পাড়া, বড় পুকুরের দঃ পশ্চিম কোণে,
পোস্ট- বেড়াটাঁপা, থানা- দেগঙ্গা, উঃ ২৪ পরগণা
দোকান খোলা থাকে- প্রত্যহ সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত।
ডাঃ হেকীম সাহেব(গী দেখেন প্রতি সোমবার বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।
বিঃ দ্রঃ- এখানে সুগার, হাঁপানির ঔষধ ও প্যারালাইসিসের তেল পাওয়া যায়

যোগাযোগ- ৯৮৫১৪৩১১০৭/৯৭৭৫১৯২০২০

Pakshik

BANGANUR

Sampadak- Abdul Matin (Kaukepara "Berachampa Taki Road", Debalaya, Deganga, Uttar 24 Parganas, Pin- 743424, Pashchimbanga, Bharat) Pakshik Banganur Prakashani Hoite Mudrito O Haroa Khareje Madrasah Hoite Prokashito
E-mail- banganur@yahoo.com, www.muslimofwestbengal.com

মাগরী বাঙ্গাল
আঞ্জমানে অয়েজিন
আপনি যদি হাফেজ, মাওলানা,
মুফতী বা কারী হয়ে থাকেন
তাহলে দ্বীনী খেদমত অংশ গ্রহণ
করতে আজই যোগাযোগ কন।
সভাপতি- মনি(জোমান)
মোবাইল- ৮৬৪১৮৫৬৩৩০

বে-সরকারী মাদ্রাসা বোর্ড
আপনি কি আপনার
মাদ্রাসাকে পশ্চিমবঙ্গ বে-
সরকারী মাদ্রাসা বোর্ডের
অন্তরভুক্ত করতে চান?
আজই যোগাযোগ কন।
সভাপতি- সফিকুল ইসলাম সাহাজী
মোবাইল- ৮৬৪১৮৫৬৩৩০

অবৈধ মায়া মাহতাবুদ্দিন।

(ক) আজ হতে ৩০/৩৫ বছর পূর্বে
দেগঙ্গা হতে কাজের শেষে হাড়োয়ার বাসে
উঠে বসলাম। পরেরসপ্তেজ বাস আসতেই
ছেলে কোলে, থলে হাতে একটি মেয়ে বাসে
উঠেই আমার সামনে দাঁড়াল। আমি তার
মুখপানে তাকিয়েই দেখি - আমার সেজো
বোন রাকিয়্যার মতোই দেখতে। বুকের মায়া
জাগ্রত হলো, আর বসে থাকতে পারলাম
না। বললাম তুমি বসো। মেয়েটা বসল আর
আমি দাঁড়িয়ে রইলাম তার সামনে। হয়ত
বেড়াটাপাতে এসে সিট পেলাম পুনরায়
তারই পাশে। একটু আলাপ হতে হতে সে
বলল আমার বাপের বাড়ি চ্যান্দানার, বিয়ে
হয়েছে বাংলা দেশে, এখন যাব মল্লিকপুরে,
মামার বাড়িতে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে
তোমার স্বামী কি করে? সে উত্তর দিলো
একটা সাইকেলের দোকান আছে। যাইহোক
হাড়োয়া মুখী বাস ছাড়ল। আমি আমার এবং
তার ভাড়াটা দিলাম এবং তুমি কিছু মনে
করো না, তোমার মুখটা আমার সেজো বোন
রাকিয়্যার মতোই মায়া জড়ানো, তাই তোমার
ভাড়াটাও আমি দিলাম। মেয়েটা তখন বলল
তাহলে আপনি আমার ভাই। আমি বলি ঠিক
আছে তাই। চলে এক সাথে হাড়োয়ার দিকে
যাই। সময় মতো বাস পৌঁছে গেলো
মল্লিকপুর স্টপেজে। আমি বললাম তুমি যাও
আবার দেখা হবে। এই মুহুর্তেই সে সঙ্গে
সঙ্গেই বলল আর কি দেখা হবে। আমাকে
ভাবিয়ে দিয়ে নেমে গেলো আমার ছোট
বোনের মতো আর একটি কনিস্ট বোন
সমভূলা অপরিচিতা মুসলিম মেয়েটা।
আজিও সে স্মৃতি আমাকে যে কুরে কুরে
থায়। কিন্তু আর দেখা হলেই না কোনো
দিনও।

(খ) ১৯৭৩ হতে ৭৬ সালের মধ্যে
সন্ধ্যা রাতে ভাঙ্গড় হতে লাউহাটির বাসে

করে যখন হাড়োয়াতে ফিরছিলাম, তখন
পোলেরহাট পার হয়েছি। এমন সময় দেখছি
একটি শিশু হকার বাসে আছে লজেন্স এর
প্যাকেট নিয়ে। সে আমার সামনেই দাঁড়িয়ে।
এখন কণ্ঠকূটার তার কাছে ভাড়া চাইল।
সে শিশু হকার নীরব হয়ে আছে। একবার
দুবার ভাড়া চেয়েও সে ভাড়া দিচ্ছে না এবং
মুখটা নিচু করেই আছে মলিন বদনে। আমি
তখন বলি ও ছেলে মানুষ পেটের জ্বালায়
কটা লজেন্স বিক্রয় করছে, তা ওর ভাড়াটা
না নিলে হতো না। কণ্ঠকূটার তখন বেশজোর
মেজাজে আমাকে বলল অতো দয়া লাগে
তো ভাড়াটা আপনিই দিন। আমি সঙ্গে সঙ্গে
ই আমার বুক পকেট হতে দু টাকার একটা
নোট বের করেই তার নাকের ডগায় ধরে
বললাম ওর ভাড়া দেওয়ার জন্য আমি তৈরী
আছি। সে বোকার মতো হয়ে গেলো এবং
তার ও আমার ভাড়া ঐ ২ টাকার মধ্যেই
মিটে গেলো। বাসের যাত্রীরা বেশ অবাক
বিম্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। শিশু
হকারটা শেখরপুর স্টপেজে নেমে যাওয়ার
সময় আমার দিকে চেয়ে বলল আমি
আপনার সঙ্গে দেখা করব। আমি ঘাড় নেড়ে
বলি ঠিক আছে, যাও। সে কোথায় আছে
জানি না। কিন্তু স্মৃতির বোঝাভার আজিও
আমাকে বহন করতে হচ্ছে।

(গ) দু এক বছর হয়ত হবে। আমি
হাড়োয়া হতে বেড়াটাপাতে যাচ্ছি বাসের
সিটে বসেই। আমারই সামনে আমার ছোট
ছেলের মতই একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।
পিঠে স্কুল ব্যাগ আছে। কণ্ঠকূটার তার কাছে
ভাড়া চাইতেই সে দশ টাকার একটা নোট
বের করেছে যেই, আর কণ্ঠকূটার যা তা
বলতে শুঁ করেছিল ঐ ছেলেটাকে। স্কুল
কলেজে পড়া ছেলে মেয়েদের অল্পভাড়া তাই
খুচরা না দিতে পারায় এমনি কথাবার্তা
বলছে। আমি তখনই একটি দশ টাকার নোট
বের করে বলি ওর ভাড়া কত? সে বলে ৩
টাকা। আমার ভাড়া ৭ টাকা, এই নাও দশ
টাকা। এ কি রকম কথা! আপনি ওকে চেনেন

না জানেন না অথচ.....। অতো কথা কেন?
প্রকৃতি..... ছেলেটি বারাসাত গভঃ কলেজের
ছাত্র। সে নেমে যাওয়ার সময় বলল কাকু
আমি আপনার সাথে দেখা করব। কই সে
ছেলেটি? কোথায় বাড়ি তার? তাও জানি
না।

(ঘ) আজও সেই দেগঙ্গা হতে
কাজের শেষে আটোতে সিট নিয়ে বসে
আছি। এমন সময় আমার বাম দিক হতে
পশ্চিমপোলের একটি পরিচিত যুবক ও তার
স্ত্রী সহ সিট নিলো অটোতে ও আমার ডান
দিক হতে একটি মুসলিম মেয়ে ৪/৫ বছরের
একটি ছেলে ও থলে নিয়ে আমার ডান ধারে
বসল। আমি আমার মতো বসে, সে তার
মতোই বসে আছে। আমি বলি তোমার
ছেলেকে এভাবে নিলে সবাবধি অসুবিধা
হবে, ওকে কোলে নাও। এমনি বলায় সে
তার ছেলেকে কোলে নিলো। মেয়েটি
আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করল তুমি কোথায়
যাবে? আমি তখন বুঝলাম একটা সরল
সাদা সিধে মনের মেয়ে। কোনো সাজানো
কথা জানে না বা শেখেনি। সে আমাকে
আপনি না বলে যখন তুমি বলল তখন আমি
ভাবতে থাকি ডাঃ একে সাহায্য কর।

কেমন-? আর.জি.কর হসপিটালের ডাক্তার
অথচ আমাকে বলছেন তোমার কি হয়েছে?
আমি বিস্মিত হলাম মনে মনে যে রোগীর
মনের কাছাকাছি এসে রোগের চিকিৎসা
করতে চাইছেন এমনি ডাক্তার। ভাল
অবশ্যই লাগল আমাকে আপনি না বলে
তুমি বলবার জন্যই। আর আজ মেয়েটি
আমাকে তুমি বলল আর সে মেয়েটিও আমার
বড়ো মেয়ে মাহনুর বেগমের মতই। তার
কোলেও একটি কন্যা সন্তান আর এর
কোলেও একটি পুত্র। যাইহোক আমি যেই
বলেছি তুমি কোথায় যাবে? মেয়েটি বলল
দেখি কোথায় যাই। এ কথা বলেই তার মুখটি
ওদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গায়ের ওড়না দিয়ে
চোখ মুছতে শুঁ করে। আমি বুঝলাম ঠিক
এর পারিবারিক অশান্তি ঘটেছে। মনটা
খারাপ হয়ে গেলো। আর বেশি কিছু
জিজ্ঞাসা করবার সাহসও হলো না। তবে
প্রাথমিক পরেই সে বলেছিল তার বাড়ি দেগঙ্গা
। গার্লস স্কুলের পাশে। আমি ভাবতে থাকি
কোনো ব্যাপক অশান্তিকর কিছু করে ফেলে
কিনা। তার এই পারিবারিক অশান্তির জেরে।
কিন্তু আমার তো কিছুই করার নেই। কেবল
(বিকের মায়া জড়ানো ব্যবহার দিয়ে আর
নিয়ে। কেবল ভাবনা বিজড়িত মন নিয়ে
আসতে হলো পাশাপাশি বসে এবং
নীরবতায় আত্মীয় আকর্ষণের ঐণ
স্রোতধারা বয়ে কিবা অন্তরে অন্তরে ব্যথা-
বেদনা সরে। অবশেষে সে নামল
পশ্চিমপোলের মোড়ে (৮৬ নং বাস টের
পাশে)। আমি দু একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তার
দিকে ফিরতে যেন বাধ্যই হলো। হয়ত সেও
আমার দিকে তাকিয়ে ছিল অসহায় অপলক
দৃষ্টিতেও কিন্তু সংযোগ হারা হতেই হলো
অবৈধ মায়ার কারণেই। অথচ হৃদয় নদীর
কিনার দিয়ে ঐণ স্মৃতির স্ স্রোত ধারা
বইতে থাকবে আজ কাল পরশুওতে।

পাকিস্তানে বোমা হামলায় নিহত ১৭

বঙ্গবীর ডেক্স- পাকিস্তানের রাজধানী
ইসলামাবাদের একটি বাজারে গত ৯ এপ্রিল
বুধবার বোমা হামলায় কমপক্ষে ১৭ জন
নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে প্রায় ৫০ জন।
দেশটির পুলিশ ও হাসপাতালের
কর্মকর্তাদের বরাতে দিয়ে এএফপি এ খবর
জানায়। তালেবানের সঙ্গে সরকারের শাস্তি
আলোচনা চলাকালে এ হামলার ঘটনা
ঘটল।

স্থানীয় সময় সকাল ৮টার দিকে ফল
ও সজীর পাইকারি বাজারে এ হামলার
ঘটনা ঘটে। শত শত শ্রেণী-বিশ্রেণী
কেনা-বোচার জন্য এ সময় বাজারে ছিলেন।

২০০৮ সালে ম্যারিয়টে বোমা
হামলার ঘটনার পর পাকিস্তানের
রাজধানীতে এটিই সবচেয়ে ভয়াবহ বোমা
হামলার ঘটনা। এ হামলাটি এমন সময়ে

ঘটল, যখন দেশটির সরকার তেহরিক-ই-
তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) সঙ্গে
সহিংসতা বন্ধের ব্যাপারে আলোচনা
চালিয়ে যাচ্ছে। গত ফেব্রুয়ারি থেকে এ
আলোচনা শুঁ হলেও একের পর এক
হামলার ঘটনায় আলোচনা কতটা ফলপ্রসূ
হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল
সায়েন্সের মুখপাত্র আয়েশা ইসানি
ইসলামাবাদে বলেন, 'হামলায় কমপক্ষে
১৭ জন নিহত ও অর্শত আহত হয়েছে।'
আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের অবস্থা
আশঙ্কাজনক বলে তিনি জানান।

স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা তেহজাব
হুসেইন জানান, হামলার খবর পেয়ে বোমা
নিষ্ফীংকারী দল ঘটনাস্থলে গেছে এবং তথ্য
সংগ্রহ শুঁ করেছে।

দাঁণ কোরিয়ায় ৪৭২ যাত্রী নিয়ে ফেরি ডুবছে এ পর্যন্ত উদ্ধার ১২০

বঙ্গবীর ডেক্স : দাঁণ কোরিয়ায়
দাঁণ-পশ্চিম উপকূলে ৪৫০ যাত্রী নিয়ে
একটি ফেরি ডুবে গেছে বলে জানিয়েছে
দেশটির কোস্টগার্ড কর্মকর্তারা।

এদের মধ্যে ১৬১ জনকে জীবিত
উদ্ধার করা হয়েছে জানা গেছে।

বিবিসির খবরে বলা হয়, যাত্রীদের
অধিকাংশ মাধ্যমিক পর্যায়ের শি(ার্থী)।
ইনছিয়ন থেকে দাঁণের দ্বীপ জেজুতে
যাবার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে কর্মকর্তারা
জানিয়েছেন।

সংবাদ সংস্থা আরও জানায়, ফেরিটি
যোগাযোগ দ্বীপ থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে
থাকতে দুর্ঘটনায় পতিত হবার সিগন্যাল
পাঠিয়েছিল।

কোস্ট গার্ডের একজন মুখপাত্র

বার্তাসংস্থা এএফপিকে জানান, ফেরিতে
পানি উঠে যাবার ফলে সেটি ডুবে যায়।
এছাড়া বাকি যাত্রীদের সাগরে ঝাঁপ দিয়ে
সাহায্যকারীদের জন্য অপেক্ষা(১) করতে
উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

কোস্টগার্ড এবং নেভীর সাহায্যকারী
দলের সাথে সাথে হেলিকপ্টারও উদ্ধারের
কাজ চলছে। এ পর্যন্ত ৩৪ টি নৌযান এবং
১৮ টি হেলিকপ্টার উদ্ধার কাজে
নিয়োজিত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।



সাহায্যের আবেদন

প্রিয় সহদায় ব্যক্তি ও সংগঠন,
আপনারা যে ছবি দুটি দেখছেন
সেটি সাহেব আলী মন্ডল, গ্রাম-
দাঁণ শিবপুর, পোস্ত- যদুঘাট,
থানা- বাদুড়িয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা। তার
কৈখালি ১নং-এর কাছে একটা মুরগীর দোকান ছিল।
গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে রাত্রে দোকান থেকে
বাড়ি ফেরার পথে খড়িবেড়ে রোডে কামদুনি মোড়ে
একটা ৪০৭ গাড়ির সাথে মারাত্মক এন্ট্রিডেন্টে ব্রেনে প্রচণ্ড আঘাত পান। তিনি
বর্তমানে নিউরোসায়েন্সে ডাঃ বেনুগোপাল-এর চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ব্রেনের
খুলির হাফ পজিশন খুলে রেখে তার চিকিৎসা চলছে। ইতিমধ্যে প্রচণ্ড ব্যয়বহুল
এই চিকিৎসায় তার যত জমি-জায়গা ছিল সব বিক্রি হয়ে গেছে। এখনো চার
মাসেরও অধিক সময় চিকিৎসাধীন থাকতে হবে। এখন প্রতিদিন প্রায় ৮০০০ টাকা
করে চিকিৎসায় খরচ হচ্ছে। কিন্তু এই ব্যয়ভার বহন করার মত তার আর কোন
সম্পদ বা স(মতা নাই। সেজন্য সমস্ত সহদায় ব্যক্তি ও সংগঠনের কাছে তার এই
ব্যয়বহুল চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্যের সনিয়ে আবেদন করা হচ্ছে।
আপনারা দয়া করে এই মুমূর্ষ (গিটির চিকিৎসায় সাহায্য কন। ফোন-৮৬৪২০১৪৫৯৪



ইসলামী সমাজ ও মুসলিম
বিষয়ে নিরীক হাফিয়ার

বঙ্গবীর পত্রিকা

নিজের পড়ুন
ও
অপরকে পড়ুন

IMC

ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং কর্পোরেশন

WHO দ্বারা স্বীকৃত সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক প্রডাক্ট

আপনি আলোম, হাফেজ বা নোনারেল শি(তি? বেকার বসে আছেন? আজই
যোগাযোগ কন, কোম্পানির এজেন্ট হয়ে ব্যবসা কন এবং প্রচুর টাকা
রোজগার কন।

যোগাযোগ- মোঃ আইয়ুব আলি- বিবিপুর, ফোন- ৯৭৩২৭২৯০৫৭
বিঃদ্রঃ- আয়ুর্বেদিক ঔষধে কোনো প্যাট্রিভি(র) নেই।